পাক্ষিক

আহমদী

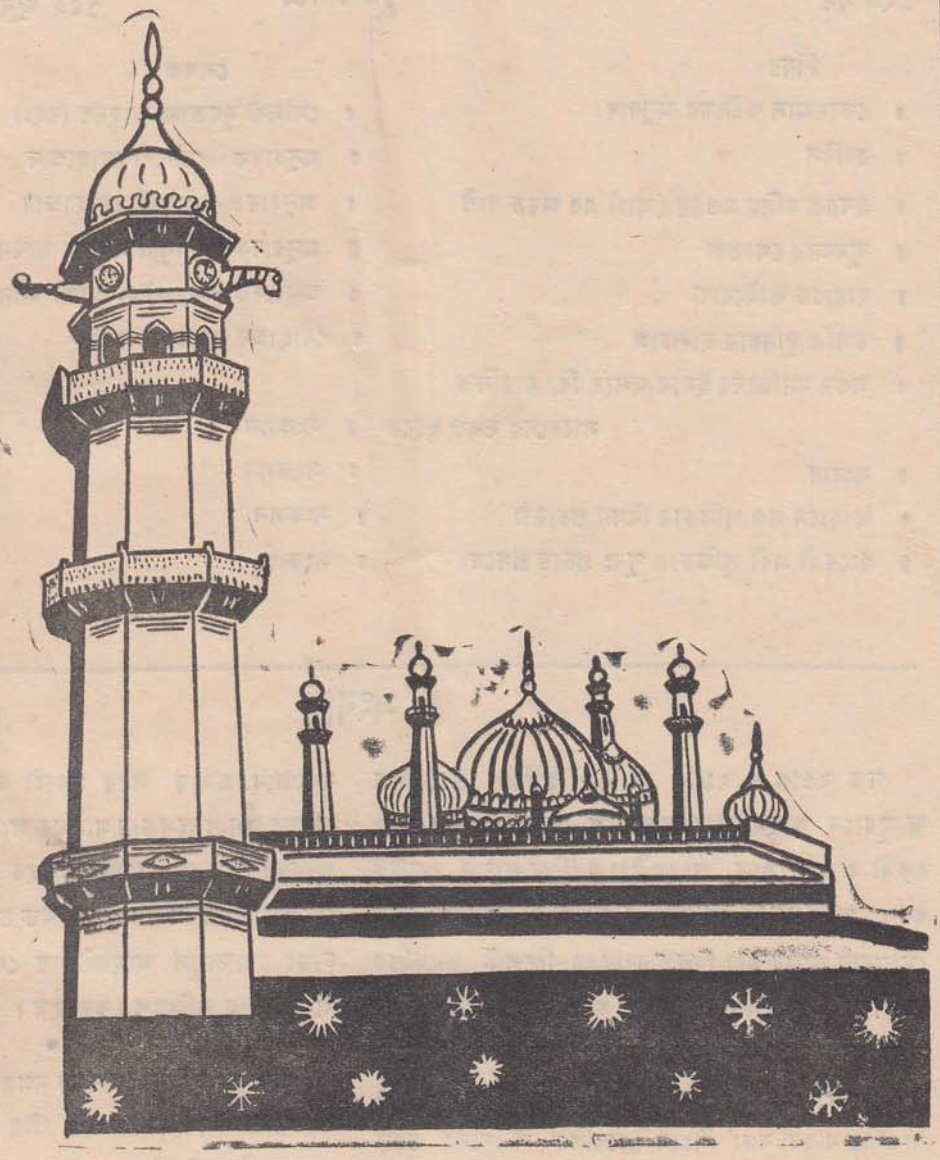

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৩য় সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই জুন, ১৯৬৮	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

৩য় সংখ্যা
১৫ই জুন, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৪৭৭
॥ হাদিস	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৪৭৯
॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৪৮০
॥ জুমআর খোতবা	॥ অনুবাদক—চৌধুরী শাহাব উদ্দিন আহ্‌মদ	॥ ৪৮১
॥ হায়াতে তাইয়্যেবা	॥ অনুবাদক—এ, এইচ, আলী আনওয়ার	॥ ৪৯৩
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	॥ ৪৯৭
॥ লণ্ডন মসজিদের ইমাম জনাব বি, এ রফিক সাহেবের তরফ হইতে	॥ সংকলন	॥ ৪৯৮
॥ সংবাদ	॥ সংকলন	॥ (কভঃ)
॥ জাহানে নও পত্রিকার মিথ্যা প্রচারণা	॥ সংকলন	॥ (কভঃ)
॥ ইংরেজী নবী পুস্তিকার পুনঃ প্রচার প্রসঙ্গে	॥ সংকলন	॥ (কভঃ)

সংবাদ

গত ২৫শে ও ২৬শে মে '৬৮ তারিখে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিশে শোরা স্থানীয় ৪নং বকশী বাজার রোড, আহমদীয়া মসজিদ প্রঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশের বিভিন্ন জামাত থেকে প্রতিনিধিগণ এতে যোগদান করেন এবং বিগত বৎসরের রিপোর্ট প্রাদেশিক আমীর সমীপে পেশ করেন। অতঃপর প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত পরামর্শের মাধ্যমে আমীর তাঁর আগামী বছরের কার্য সূচী প্রস্তুত করেন। প্রতিনিধিগণের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা যথা নিয়মে প্রাদেশিক পরিষদের তরফ থেকে সুসম্পন্ন হয়।

* * *

বিগত ২৭সে মে '৬৮ তারিখে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া কেন্দ্র ঢাকার আহমদীয়া মসজিদে আহমদীয়া ভাই বোনের এক বিপুল সমাবেশে এবার কতিত্বের সাথে "খেলাফত দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। এতে যথাক্রমে জনাব সদর মুরব্বী জনাব এজাজ আহমদ সাহেব জনাব সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব বক্তৃতা করেন। সভাশেষে ঢাকা খোদ্দামুল আহমদীয়ার থেকে সমবেত জনতার মধ্যে মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হয়।

* * *

দিনাজপুর জেলার আহমদ নগর নিবাসী বেগম আনিসা আখতার সাহেবা সম্প্রতি স্বীয় বাসগৃহে ইনতেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহে ... ... রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স ৮৫ বৎসর হয়ে ছিল। তিনি এক জন ত্যাগী ও আদর্শ স্থানীয়া ধার্মিক মহিলা ছিলেন। এবং আহমদীয়তের সেবায় তিনি বহু উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

عبده ونصلي على رسوله الكريم

على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ১৫ই জুন : ১৯৬৮ সন : ৩য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

৮ম রুকু

৭২॥ (হে নবী) তুমি তাহাদের নিকট নূহ নবীর ঘটনা বর্ণনা কর ; যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, হে আমার জাতি, যদি তোমাদের নিকট আমার (খোদা প্রদত্ত) মর্যাদা ও উপদেশ-দান কঠিন বোধ হয়, তাহা হইলে আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিলাম

অনন্তর তোমরা সংঘবদ্ধ হও এবং তোমাদের সঙ্গীগণকেও একত্রিত কর, অতঃপর তোমাদের সমবেত কার্যক্রম যেন তোমাদের নিকট অস্পষ্ট না থাকে, অতঃপর তোমাদের সিদ্ধান্ত আমার প্রতি কার্যকরী কর এবং আমাকে তোমরা কোন অবকাশ দিও না।

৭৩॥ অনন্তর যদি তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণে বিমুখ হও, তবে আমি তো তোমাদেব নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই নাই, আমার পুরস্কার একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট এবং আমি আত্ম-সমর্পনকারীদের জামাতভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

৭৪॥ কিন্তু তবুও তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল; অনন্তর আমরা তাহাকে এবং যাহারা তাহার সঙ্গে নৌকায় (আরোহন করিয়া) ছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং তাহাদিগকে (পূর্ববর্তীদের) স্থলবর্তী করিলাম এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল, তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম। অতএব চিন্তা করিয়া দেখ, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কিরূপ (ভয়াবহ) হইয়াছিল।

৭৫॥ অতঃপর তাঁহার (নূহ নবীর) পর পয়গম্বরগণকে তাহাদের জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারা তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনসহ আগমন করিয়াছিল, কিন্তু যেহেতু তাহারা ইতিপূর্বে এই সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছিল, এই কারণে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেই।

৭৬॥ অতঃপর আমরা সেই পয়গম্বরগণের পর মুসা ও হারুণকে আমাদের নিদর্শন সমূহ সহ ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; অনন্তর তাহারা অহঙ্কার প্রদর্শন করিল এবং তাহারা এক পাপাসক্ত জাতি ছিল।

৭৭॥ বস্তুতঃ যখন আমাদের নিকট হইতে সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য যাদু।

৭৮॥ মুসা বলিল, যখন তোমাদের নিকট সত্য সমাগত হইয়াছে, তখন কি তোমরা ইহার সম্বন্ধে বলিবে, ইহা কি যাদু? যাদুকরগণ তো (কখনও) সফলতা লাভ করিতে পারে না।

৭৯॥ তাহারা বলিল (হে মুসা), আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহার উপর অধিষ্ঠিত ছিল, তুমি কি আমাদিগকে তাহা হইতে সরাইয়া লইতে চাও, এবং (তুমি কি চাও) দেশে তোমাদের উভয়ের প্রভাব-প্রতিষ্ঠিত হউক? আমরা কিন্তু তোমাদের উপর কখনও বিশ্বাস স্থাপন করিব না।

৮০॥ এবং ফেরাউন (তাহার লোকজনকে) বলিল, তোমরা প্রত্যেক দক্ষ যাদুকরকে আমার নিকট আনয়ন কর।

৮১॥ অতঃপর যখন যাদুকরগণ আগমন করিল, মুসা বলিল, তোমরা যাহা নিক্ষেপ করিতে চাও, (তাহা) নিক্ষেপ কর।

৮২॥ যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, (তখন) মুসা বলিল, তোমরা যাহা উপস্থিত করিয়াছ, ইহা তো ইন্দ্রজাল। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ইহাকে অবশ্যই পণ্ড করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অনর্থ-কারীদের কার্যকলাপকে সমাধা হইতে দেন না।

৮৩॥ এবং আল্লাহ্‌ সত্যকে নিজের বাণী সমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অন্যায়কারীগণ তাহা পছন্দ করে না।

★

হাদিস

বিবাহ সম্পর্কে

(১) যেখানে কোন ভ্রাতা বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছে, সেখানে প্রস্তাব পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত কেহ দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব দিবে না।

(বোখারী ও মোসলেম)

(২) হে যুবকগণ, তোমাদের মধ্যে যাহাদের কামোত্তেজনা আছে, তাহারা বিবাহ কর এবং নিশ্চয়ই এতদ্বারা কুদৃষ্টি বন্ধ হইবে এবং লজ্জা স্থানের পবিত্রতা রক্ষা হইবে। যে বিবাহ করিতে (আর্থিক ভাবে) অক্ষম, তাহাকে রোজা রাখিতে হইবে। নিশ্চয়ই ইহা খাশী হওয়ার স্থলাভিষিক্ত। (ঐ)

(৩) দুইজন প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিবাহ-তুল্য কিছুই নাই।

(ইবনে মাযা)

(৪) যে ব্যাক্তি পবিত্র ও শুচী হইয়া আল্লাহ্‌র সহিত মিলিত হইতে চায়, সে যেন ভদ্র মহিলাকে বিবাহ করে।

(ইবনে মাযা)

(৫) যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ধর্মের অর্দ্ধেক অংশকে পূর্ণ করিয়াছে। অতঃপর বাকী অংশের জন্য সে আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুক।

(বায় হাকী)

(৬) সেই বিবাহ সর্বাপেক্ষা অধিক আশিসময়, যাহাতে কষ্ট স্বল্পতম।

(৭) পুত্র জন্মিলে পিতার কর্তব্য, তাহাকে উত্তম নাম দেওয়া এবং সদাচরন শিক্ষা দেওয়া ও যখন সে বয়স্ক হয়, তখন তাহার বিবাহ দেওয়া। বয়স্ক অবস্থায় বিবাহ না দিলে যদি কেহ ব্যভিচার করে, তাহার পাপ তাহার পিতার উপর বর্তিবে।

(বায় হাকী)

(৮) তৌরিতে বর্নিত আছে, মেয়ে বার বৎসর বয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ না দিলে যদি সে ব্যাভিচারিনী হয়, তাহার পাপ পিতার উপর বর্তিবে।

(বায় হাকী)

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

কোরআন মজিদের গুণাবলী

(১) ফুরকানের আলো সকল আলো অপেক্ষা উজ্জ্বলতম বিকীর্ণ হইয়াছে।

(২) তিনিই পবিত্র, যাঁহার নিকট হইতে এই আলোকের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

(৩) আল্লাহ্‌র তওহীদের বৃক্ষ শুষ্ক হইতে চলিয়াছিল।

(৪) সহসা অজানা হইতে এই পবিত্র ধারা নির্গত হইয়াছে।

(৫) হে ইলাহী, তোমার ফুরকান এক জগত-সম।

(৬) যাহা কিছুর প্রয়োজন ছিল, তাহা ইহার মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে।

(৭) সমস্ত জগতকে মথিত করিয়া ফিরিয়াছি। সকল দোকান অনুসন্ধান করিয়াছি।

(৮) জ্ঞান সুরার মাত্র এই একটি পাত্রই বহির্গত হইয়াছে।

(৯) জগতে কে এই আলোকের সমকক্ষতা করিতে পারে?

(১০) প্রত্যেক ব্যাপারে এবং প্রত্যেক গুণে ইহা অনুপম সাব্যস্ত হইয়াছে।

(১১) প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, ফুরকান মুসার যষ্টি।

(১২) পরে যখন চিন্তা করিলাম, তখন দেখিলাম, ইহার প্রতিটি শব্দ (প্রাণ সঞ্চার কারী) মসিহা।

(১৩) দোষ অন্ধগণের নিজেদের, নচেৎ এই আলো—

(১৪) এইভাবে বিকীর্ণ হইয়াছে যেন শত সূর্যের উদয় হইয়াছে।

(১৫) এই জগতে সেই সব ব্যক্তির জীবনের কি মূল্য,

(১৬) এই আলো থাকিতে যাহাদের হৃদয় অন্ধ রহিয়া গিয়াছে।

(১৭) জ্বলিবার পূর্বেই তাহারা অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে,

(১৮) যাহাদের প্রত্যেক কথাই মিথ্যার পুতলী হইয়া রহিয়াছে।

(দুররে সমীন হইতে)

অনুবাদক - মৌলবী মোহাম্মাদ

★

জুমআর খোতবা

ইউরোপের নও মুসলিম আহমদীগণ নিজ নিজ ইমান, আন্তরিকতা ও আত্ম-ত্যাগে খোদার ফজলে বহু উন্নতি করিতেছে। তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে খোদা ও রসুলের প্রেম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হইতে আমি চাক্ষুষভাবে দেখিয়াছি। ইসলামের বিজয়ের শুভ সংবাদ আমাদের উপর এক মহান দায়ীত্ব বর্তাইয়াছে এবং উহার প্রতি সদা মনযোগী হওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

ইং ১৯৬৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত খোতবা।

তাশহুদ, তাউজ এবং সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুজুর বলেন—,গত জুমআর খোতবায় আমি বলিয়াছিলাম যে, একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে কয়েকটি রুইয়া বন্ধুগণের খেদমতে উত্থাপন করিতে চাই। অদ্যও আমি এই খোতবাকে কয়েকটি স্বপ্ন ও রুইয়া দ্বারা আরম্ভ করিতে চাই। আমার ইউরোপ সফরকালীন এবং সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর খোদার ফজলে বহু শুভ স্বপ্ন বন্ধুগণ আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন। আমার আহমদী ভগ্নিগন এবং ভ্রাতাগণ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বয়ঃপ্রাপ্ত এবং বালকগণও স্বপ্ন দেখিয়াছে। বলা হইয়াছে, এই যুগে বালকগনও নবুওয়াত লাভ করিবেন অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে সংবাদ লাভ করিবেন, যাহা সত্য হইবে এবং যদ্দারা আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত ও শক্তির বিকাশ হইবে।

অদ্যকার খোতবার জন্য আমি তিনটি স্বপ্ন বাছাই করিলাম এবং এই স্বপ্ন তিনটি মহিলাদের। একটি আমার জনৈকা গুরুজনের, একটি আমার স্ত্রীর এবং তৃতীয়টি আমার কন্যার। এই সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল কোপেনহেগেন মসজিদের দ্বার উদ্‌ঘাটন এবং এই মসজিদের দ্বার উদ্‌ঘাটনের সুযোগে আমি চাহিয়াছিলাম সেখানকার জাতিগুলির নিকট পরিষ্কার ও বিস্তারিতভাবে তুলিয়া ধরা যে, আল্লাহ্তায়ালা আকাশে ইসলামের বিজয়ের উপকরন নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং এখন পৃথিবীতে উহার বিকাশ হইবে। যদি জাতি সমূহ আল্লাহ্ তায়ালার সেই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন না করিতে পারে, তবে তাহাদের মস্তকোপরি এমন এক ধ্বংস উদ্যত হইয়া রহিয়াছে যে, মানবের ইতিহাসে সেরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু যেহেতু কোপেন হেগেন মসজিদের দ্বার উদ্‌ঘ টন করা এই সফরের কারণ হইয়াছিল এবং এই মসজিদ আহমদী মহিলাদের আর্থিক কোরবানী দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, সেই জন্য অদ্য আমি মহিলাদের স্বপ্ন হইতেই তিনটি স্বপ্ন বাছাই করিয়াছি। আমার দুঃখ হইতেছে যে, মাননীয়া আপা মরিয়ম সিদ্দিকা ইদানিং এখানে নাই। তিনি একটি অতি শুভ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। যাহা তিনি মৌখিকভাবে আমাকে শুনাইয়াছেন। পরে তাহার কোন অংশ হয়ত বাদ পড়িয়া যাইতে পারে, সেই জন্য অদ্যকার খোতবায় আমি উহা নির্বাচন করিলাম কিন্তু এই তিনটি রুইয়া আপনাদিগকে শুনাইবার পূর্বে আমি ইহাতে বলিতে চাই যে, সফরে যাত্রা করিবার কয়েকদিন পূর্বে একদিন সকালে যখন আমি ঘুম হইতে জাগ্রত হইলাম, তখন আমার মুখে এক শ্লোক আসিল "তৃষ্ণার্ত আত্মাদের মিলন ও অমরত্বের শরবৎ পান করাও" আমি এই শ্লোকটি কবিতার পংক্তি হিসাবে মহতেরেমা মখদুম ফুফুজান নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবাকে

দিয়াছিলাম। তিনি কবিতাটি পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার দুই একটি শ্লোক রচনা করিয়া ছিলেন। ইহার পরে আলফজলের কোন এক সংখ্যায় তাহা আসিয়াছে, আবার কোন কোন আহমদী কবি এই পংক্তি দিয়া কবিতাও রচনা করিয়াছেন, যাহা ছাপা হইয়াছে আর কতক আগামীতে আল-ফজলে ছাপা হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার দ্বারাও সফরে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এই প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করা হইয়াছিল যে, ইউরোপ বাসীগণ আধ্যাত্মিক দিক দিয়া তৃষ্ণার্ত এবং তাহাদিগকে পবিত্র কুরআনের প্রস্রবন হইতে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। ইহা ব্যতিত বর্তমানে এই জাতি সমূহ আল্লাহ তায়ালার ফজল লাভ করিতে পারিবে না এবং পৃথিবীতেও টিকিয়া থাকিতে পারিবে না এবং এই সফরের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহার বিস্তারিত ইংগীত এই ছোট শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

ভ্রমনে রওয়ানা হইবার পূর্বে আমার বড় ফুফুজান লাহোরে এই স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন এবং তিনি নিজ পত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সেই সময়েই পাঠাইয়াছিলেন। আমি আজ তাহা শুনাইতে চাই।

হযরত ফুফুজান সাহেবা প্রিয় মকররম মির্যা মোজাফফর আহমদ সম্বন্ধেও একটি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং দোওয়া করিবার জন্য আমাকে লিখিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও অধিক দোওয়া করিতেছিলেন। (যাহা অধিকাংশ আমার ও আমার সফরের জন্য এবং মোজাফফর আহমদ বা অপর যাহারই হউক বিপদ মুক্তির জন্যই অধিকতর করা হইয়াছিল) তিনি লিখিতেছেন,—"আজ ভোরে নামাজের পর ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিলাম। ঠিক জাগ্রত হইবার সময়ে কাহার আরবী কণ্ঠস্বর আমার কানে আসিতেছিল; যেমন কেহ সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করিতে ছিল। কিন্তু মনে হইতেছিল যেন কেহ কাহাকে কিছু বলিতেছে। কথা বেশী পরিস্কারভাবে শুনা যাইতেছিল। শুধু আরবী ভাষায় আলাপ হইতেছিল অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের কোন সুরা বলিয়া মনে হইল। সেই শব্দগুলি যাহা আমার স্মরণ আছে, তাহাই এই ছিল :— الذين يدعون الى رحمة الله ইহার পূর্বে কি ছিল তাহা আমার স্মরণে নাই। ইহার পরবর্ত্তি শব্দগুলিও অতিশয় কল্যাণময় ও শুভ বলিয়া প্রতিয়মান হয় কিন্তু সেগুলিও স্মরণ নাই।

কেবল সঙ্গে সঙ্গে যাহা আমি মুখে উচ্চারণ করিতেছিলাম তাহাই স্মরণ আছে। সুতরাং যখন এই শব্দগুলিই আমার মুখে উচ্চারিত হইতেছিল তখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু মনে হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আরও বাক্যও যেন বলিতেছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিবার সময় ইহার দৃঢ় অনুভূতি ছিল। আমার শুধু ইহাই স্মরণ আছে যে, অন্তরের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া অতিশয় আনন্দায়ক ছিল।" অতএব

الذين يدعون الى رحمة الله

ইলাহি সিলসিলা যাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হউক না কেন, ইসলাম সমগ্র বিশ্ব এবং সমস্ত জাতীকে সম্বোধন করিয়াছে। উহা আল্লাহ্‌র রহমতের দিকেই আহ্বান করিয়া থাকে। সর্ব প্রকার বিপদের ভবিশ্যদ্বাণী সমূহ মানুষকে জাগ্রত করিয়া দেয়, যাহাতে মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার রহমত হইতে বঞ্চিত না হইয়া পড়ে। ইহা এক বিরাট শুভ স্বপ্ন। সফর-কালীন সময়ে ইংলণ্ডে মনসুরাহ বেগম স্বপ্নে দুইবার শব্দ শুনিয়া ছিলেন এবং তিনি তাহা লিখিয়া দিয়া ছিলেন। উহা পড়িয়া শুনাইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, "গ্লাসগো যাইবার সময় পথে আমরা স্কচ্ কর্ণার হোটেলে ছিলাম ... , যেন কেহ কোন প্রশ্নের জওয়াব দিতেছেন। যে জওয়াব দেওয়া হইতেছে তাহার বাক্য গুলি এই যে 'ইসলামের পতাকাই উর্দ্ধে থাকিবে'। স্বপ্নটি আমার সম্পূর্ণ স্মরণ নাই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, রুশ

এবং ইংলণ্ডের কোন বিরোধ প্রচেষ্টার বা কোন কথার জওয়াব এবং এই শব্দগুলি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় আমি উচ্চারণ করিতে ছিলাম।

কোপেনহেগেনে নিদ্রিত অবস্থায় একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম 'আল্লাহ তায়ালার রহমতের ফেরেশতা অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন' চক্ষু উন্মিলিত হইলেও মুখে এই বাক্যই উচ্চারিত হইতেছিল। রাত্রের অবশিষ্ট অংশ ভোর হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ইহাই শ্রুত হইতেছিল এবং চক্ষু উন্মিলিত হইতেছিল এবং অনুরূপ ভাবে অনিচ্ছা সত্বেও পুনঃ পুনঃ মুখে ঐ কথা উচ্চারিত হইতে লাগিল।"

তৃতীয় রুইয়া আমার মেয়ে উম্মাতুল শকুরের, শুনাইতেছি। সে বড়ই দোয়াকারিনীও ধৈর্যশীলা। এই আমার সেই মেয়ে, যাহার প্রথম পুত্র প্রসবকালীন মারা যায়। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি যখন তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম, তখন সে মুখে মৃদুহাস্য সহকারে আমার সম্মুখে আসে। সে নয় মাস গর্ভ ধারণের কষ্টভোগ করিল। প্রসবকালে তাহার সন্তান মারা গেল, সে জন্য তো মুখে কিছু চাঞ্চল্যের ভাব থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু তাঁহার চক্ষে মুখে এমন আনন্দের লক্ষণ ছিল যে, আমি নিজেই আশ্চার্য হইলাম। তাই মনে মনে বলিলাম "হে আল্লাহ্ এ কন্যা এতটা ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছে, তুমি শীঘ্রই ইহার প্রতিদান দাও। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করিল এবং সে পুত্র সন্তানই ছিল এবং স্বাস্থ্যবানও ছিল। আমার সফরে রওয়ানা হইবার পূর্বে সেই ধৈর্যশীলা মেয়েটি এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল যাহা বাহ্যতঃ ভীতিপ্রদ এবং তাহার হৃদয় প্রকম্পিত করিবার মত ছিল। এই স্বপ্নের ৪।৫টি অংশ ছিল এবং প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা অতিশয় শুভ ছিল। আমি সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে লিখিলাম, চিন্তার কিছু নাই, এইটি অতিশয় শুভ স্বপ্ন।

সে দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখিয়াছিল এখান হইতে আমার রওয়ানা হইয়া যাইবার পরে। সে লিখিয়াছে; "আপনার ইউরোপ চলিয়া যাইবার কয়েক দিন পরে স্বপ্নে আপনার ইউরোপ যাত্রার দৃশ্য দেখিলাম। যেন একটি বিরাট হল ঘর। তথায় পরিবারস্থ সকলে এবং অপর বন্ধুগনও আসিয়াছেন। আমি দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া নিচেরদিকে তাকাইয়া আছি; যেখানে মটর গাড়ী সমুহ প্রস্তুত হইয়া আপেক্ষমান আছে এবং আব্বা হুজুর [(অর্থাৎ হযরত মসলেহ মওউদ (রাজিঃ)] আপনাকে বিদায় দিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। আপনারা সকলে পিছনের গাড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি এবং আব্বা হুজুর উজ্জল নীল রঙ্গের আচকান ও সাদা পাগড়ী পরিধান করিয়া আছেন (আমার ছেলেমেয়েগণ হযরত মসলেহ মওউদ রাজিঃ-কে আব্বা হুজুর বলিয়া থাকে)। আব্বা হুজুরের শরীর পাতলা ও সুন্দর এবং চেহারা যুবক বয়সের যেমন দেখা যায় তদ্রুপ। আপনার দেহের উচ্চতা আব্বা হুজুরের দেহের উচ্চতা অপেক্ষা এতটা অধিক যে, আব্বা হুজুর উচ্চতায় আপনার স্কন্ধদেশ পর্যন্ত হইয়াছেন। আমি চিন্তা করিতেছিলাম যে, আপনি তো দেখি আব্বা হুজুরের সমান ছিলেন, আপনি এত দীর্ঘ কি করিয়া হইলেন। আব্বা হুজুর আপনাকে হেদায়েত দান করিতেছিলেন এবং আপনার পার্শ্বে দাঁড়ান লোকদিগের নিকট আপনার তারীফ করিতেছিলেন এবং আমার চোখ খোলা পর্যন্ত ঐ সমস্ত কথা আমার স্মরণ ছিল। কিন্তু এখন আর তাহা স্মরণ নাই। অতঃপর দুর হইতে লোকের ডাক আওয়াজ শুনা যাইতেছিল (সম্ভবতঃ কোন ড্রাইভারের) যে, গাড়ীর সময় হইয়া গিয়াছে। আমি চিন্তা করিতেছি যে, আপনার গাড়ীতে যাওয়ার তো কোন কথাই নাই। কারযোগে আপনার করাচি যাওয়ার কথা ছিল। সেই ডাকের শব্দ শুনিয়া আপনি যাইবার

জন্য প্রস্তুত হইলে, আব্বা হুজুর বেশ দ্রুততার সহিত আপনার হস্ত ধারণ করিয়া নিজেদিকে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন যে, আলিঙ্গন ত করিয়া লও। আপনি তৎক্ষনাৎ যেন চৌম্বিক আকর্ষণের টানে আব্বা হুজুরের বুকের সহিত মিলিত হইলেন। আব্বা হুজুর খুবই আগ্রহ ও স্নেহের সহিত আপনার চেহারা ললাট এবং ঘাড়ে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু ইহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। আম্মা কাল বোরকা পরিহিতা হইয়া আপনার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং আমি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছিলাম যে, আম্মা আমার সঙ্গে মিলুন। আমি যে খিড়কিতে দাঁড়াইয়া তাহারই নিচে আম্মা আসিলেন এবং আম্মার দেহের উচ্চতা এত দীর্ঘ যে তাহা দ্বিতল পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে।

এই তিনটি স্বপ্নই (একটি কাশফী দৃশ্য) অতিশয় মোবারক এবং আমার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার ব্যবহারও ঐ অনুপাতে পাইয়াছি।

আমি যে ভাবে বলিয়াছি, এই সফরে আমাদের তিনটি জার্মান মিশনের পাকিস্তানী ও জার্মানী আহমদীগণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সুইজারল্যাণ্ডেও আমাদের প্রচার কেন্দ্র আছে এবং স্থানীয় লোকদের এক বিরাট জামাতও আছে। হামবুর্গেও ঐ একই অবস্থা। অতঃপর কোপেনহেগেনে, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের লোক উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের মোবাল্লেগ ছিলেন। খাইবার সময় প্রায় ৩০।৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর ইংলণ্ডে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হইল। সেখানে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের পরে এক উর্দ্দুভাষী জামাত আছে। বর্তমানে কয়েক সহস্র আহ্‌মদী ইংলণ্ডে আছেন। স্থানীয় আহ্‌মদীগণ যে খানে সংখ্যা লঘিষ্ট, সেখানে অধিকাংশ আমাদের পাকিস্তানী। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, আপনারা চেষ্টা করুন, যাহাতে কয়েকজনের পরিবর্তে কয়েক লক্ষ স্থানীয় অধিবাসীগণ মুসলমান হইতে পারে। তথাকার জামাতের আত্মিক অবস্থার সহিত এখানকার জামাতের আত্মিক অবস্থার মিল আছে। সেখানেও কোন কোন ইংরাজ নও মুসলিম, সততা ও ত্যাগের আশ্চর্যজনক আদর্শ পৃথিবীর সম্মুখে পেশ করিতেছেন—, যেমন করিতেছে ইউরোপে বসবাসকারী নও মুসলিমগণ আমি যখন ইংলণ্ডে পাঠাবস্থায় ছিলাম তখন সেখানে কয়েকজন আহ্‌মদী ছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মারা গিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই এমন ছিলেন, যাহারা যুক্তির দ্বারা ইসলামে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ইসলামের দলীল ও যুক্তিতে তাহারা বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেদের ধর্ম বা ধর্মহীনতাকে ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুক্তিগত ঈমান ব্যতীত তাহাদের হৃদয়ে ইসলামের ভালবাসা পাওয়া যাইত না। যুক্তিতে তাহার স্বীকার করিয়া লইত যে, ইসলাম সত্য ধর্ম, কারণ ইসলামের যুক্তি এতই শক্তিশালী যে, ইহার যুক্তির মোকাবেলা অপর কোন ধর্ম করিতে পারে না; কিন্তু যে সৌন্দর্য ও ঔদার্যের আলো একজন প্রকৃত মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় নাই।

এবার আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন আমি সেখানকার জামাতে আর ঐ অবস্থা দেখিতে পাই নাই।

প্রত্যেক স্থানে আমি ইহা অনুভব করিলাম যে, ইসলামের যুক্তি তাহাদের বিবেককে জয় করিয়াছে। ইসলামের সৌন্দর্য, তাহাদের দৃষ্টি এবং অন্তরদৃষ্টিকে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে নিজ প্রেম এমনভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে ইহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসার কল্পনা করা যাইতে পারে না।

তাহাদের অন্তরে এই অনুভূতি পাওয়া যায় যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর জন্য এক মহান শান্তির বাহকরূপে বিদ্যমান। ইসলামের সৌন্দর্যে এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর উদারতায় তাহারা এরূপ মুগ্ধ যে, ইহার ফলে আজ তাহারা আত্মত্যাগী হইয়াছে। ইহার কিছু নমুনা আমি পরে দিব, উহা শুনিয়া তোমাদের কেহ কেহ তাহাদের নিকট লজ্জা পাইবে। তাহারা কেন্দ্র হইতে এত দূরে বাস করে যে, সেখানে যাতায়াত তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। জীবনে যদি একবারও তাহারা কেন্দ্রে যাইতে পারে, তবে তাহারা নিজদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা কেরেস্তা নাযেল করিয়া তাহাদের হৃদয়কে এভাবে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে যে, আমার মনে হয়, তাহারা সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণে চলিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

তাহাদের হৃদয়ে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর জন্য প্রেমের এক বড় আসন সৃষ্টি হইয়াছে এবং এমনটি হওয়ার প্রয়োজনও ছিল। কারণ তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর এক মহান সন্তানরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের তীব্র আবেগ পরিলক্ষিত হইত। এক রাত্রে খাওয়া ও নামাজ হইতে অবকাশের পর আমরা হামবুর্গ মসজিদে বসিয়াছিলাম। সাথে দুই-চারজন পাকিস্তানী আহমদী এবং আমার মনে হয়, তথায় সাত আটজন জার্মান পুরুষ আহমদীও উপস্থিত ছিলেন। জার্মান আহমদী ভগ্নিও ছিলেন কিন্তু তাঁহারা আমাদের মহিলাদের নিকট উপবিষ্টা ছিলেন। আমার স্মরণ হইল যে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে ১৮৮৬ই সনে ইলহাম করিয়াছিলেন الیس اللہ بکاف عبدہ অর্থাৎ খোদা কি তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহে। তখনই তিনি ইহা প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়া একটি আংটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ পাথরের মধ্যে ঐ ইলহাম খোদিত আছে; হুজুর নিজ হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, ইহা সেই আংটি। ইহা বড়ই মঙ্গলজনক বস্তু এবং ঐ ইলহামও অতিশয় কল্যাণ মণ্ডিত। আমাদের পাকিস্তানী আহমদীগণ তো الیس اللہ بکاف عبدہ -খোদিত আংটি অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি মনে করিলাম যে, ইহার বরকতের কথাও তাহাদের সম্মুখে আলোচনা করি, যাহাতে তাহাদের ঈমানে সজীবতা আসে। এই আংটির পাথরটি কিছু ঢিলা থাকায় নড়া চড়া করিত, তাই নিরাপত্তার জন্য আমি ইহাতে কাপড় জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। আমি একখানা কাচি আনাইয়া ঐ কাপড়টুকু কাটিয়া ফেলিলাম এবং তাহাদিগকে বলিলাম যে, এই পাথরে সেই ইলহাম খোদিত আছে। অতঃপর তাজকেরা আনাইয়া উহা হইতে সেই ইলহাম দেখাইলাম ও বলিলাম যে, এই সনে এই ইলহাম হইয়াছিল এবং ঐ সনে এই আংটি তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং ইহা অতিশয় কল্যাণজনক। আমি ইহা হইতে বরকত লাভ করিয়া থাকি। তোমরাও ইহা হইতে বরকত সংগ্রহ কর।

আমি সেই আংটি খুলিয়া লইয়া সকলকেই ইহাতে চুমা খাইতে বলিলাম! যাহা হোক, তাহারা যে সম্মান দেখাইল, তাহা আমার বলাতে দেখাইল কিন্তু কাপড় খানা কয়েক মাস ঐ আংটির সাথে থাকার ফলে উহার কল্যাণে ইহাও কল্যাণ মণ্ডিত হইয়াছিল। কাপড়ের সেই ক্ষুদ্র টুকরা আমার হাতে ছিল এবং আমার সম্মুখে পাকিস্তানী ও জার্মানী উভয় দেশের আহমদীগণই বসিয়াছিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল যে, কোন জার্মান আহমদী ইহা তবরুক হিসাবে গ্রহণ করুন কিন্তু আশঙ্কা ছিল যে, কোন পাকিস্তানী আহমদী ইহা হইতে প্রথমেই না চাহিয়া বসেন, আর (জার্মানগণ) বঞ্চিত হইয়া পড়েন। আমার

মনে মনে এই বাসনা ছিল কিন্তু প্রকাশ্যে আমি কিছুই বলিলাম না। কারণ আমার ইচ্ছা ছিল যে, কোন জার্মান আহমদীর মনে স্বতপ্রবৃত্ত ভাবে এই প্রেরণা, আগ্রহ ও অনুরাগ জাগুক এবং সে ইহা লাভ করুক।

জনৈক জার্মান আহমদী ইহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রথমেই হাত তুলিল। তাহার হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম তরঙ্গায়িত হইতেছে দেখিয়া আমার অন্তকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে হাত আগাইয়া দিল।

অতঃপর জনৈক পাকিস্তানী তাহাকে বলিল: ইহার অর্দ্ধেকটা আমাকে দাও। উত্তরে জার্মান আহমদী বলিলেন: মোটেই তোমাকে দিব না। যদি একান্ত তুমি নিতে চাও, তবে যে সুতাটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উহাই তুমি লইতে পার।

আহারের সময় কথা প্রসঙ্গে আমি বন্ধুদিগকে বলিলাম যে, ১৯০৯সনের ১৬ই নভেম্বর আমার জন্ম তারিখ।জনৈক বৃদ্ধ জার্মান আহারে উপস্থিত ছিলেন, যাহাকে আমি মনে করিতেছিলাম যে, তিনি আহমদী। কিন্তু তিনি এখনও আহমদিয়াত গ্রহণ করেন নাই; কেবল যোগাযোগ করিতেছেন। তিনি ইহাতে (জন্ম তারিখ শুনিয়া) চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পকেট হইতে নিজ পরিচয়পত্র বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেন। উহ তে তাঁহার জন্ম তারিখ ছিল ১৬ই নভেম্বর ১৮৮৬ ইং সন। সন ভিন্ন ছিল কিন্তু জন্ম তারিখ ১৬ই নভেম্বর—আমাদের উভয়ের একই ছিল। আহারান্তে যখন বসিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইল যে, জন্ম তারিখ সম্বন্ধে লোকের একটা মোহ থাকে। বিশেষ করিয়া এই দেশে একটু অধিক। আমাদের কোন আচার অনুষ্ঠান নাই, কিন্তু এই সমস্ত দেশে জন্ম দিনে পার্টি দেওয়া হইয়া থাকে। তাহারা জন্ম তারিখকে স্মরণ রাখে এবং এই বিশেষ দিনের সহিত তাহাদের একটা সম্বন্ধ আছে।

আমি যদি মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সেই তারিখ সমূহের ইলহাম তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে পারি, যাহা তাহাদের জন্ম দিনের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট এলহামটি স্মরণ রাখিবে যে, অমুক তারিখে এই ইলহামটি হইয়াছিল। আমি তাজকেরা আনাইলাম এবং আমার যতটা মনে আছে, তাহাতে ১৮৮৬ সনের ১৬ই নভেম্বরে কোন ইলহাম পাইলাম না। ইহা হইতে ১৮৮৬ সনের নভেম্বরের একটি ইলহাম বাহির করিয়া এবং তাহার অনুবাদ করিয়া সেই বৃদ্ধ জার্মানীকে দিলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে, তিনি আহ্‌মদী নহেন কিন্তু তিনি অতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত আমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিলেন এবং ভাঁজ করিয়া নিজ ব্যাগের মধ্যে রাখিলেন। অতঃপর সকলেই আমার পিছনে লাগিয়া পড়িলেন এবং সেখানে যত জার্মান আহ্‌মদী ছিলেন, প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন: আমাকেও একটি ইলহাম বাহির করিয়া দিন। আমিও ইহাই আশা করিতেছিলাম। প্রত্যেকের জন্য তাহার জন্ম তারিখ ও সনের ইলহাম পাওয়া গেল না (একজন সম্ভবতঃ যাহার জন্ম তারিখের ইলহাম পাওয়া গিয়াছিল) তাহাদের অধিকাংশের জন্মই ১৯০৮ সনের পরে হইয়াছিল। সনের মিল না হইলেও মাস এবং তারিখের মিল করিয়া ইলহাম বাহির করিয়া এবং তাহার অনুবাদ করিয়া তাহাদিগকে দিলাম, যাহাতে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ইলহাম তাহাদের স্মরণ থাকে এবং তদ্বারা ইসলামের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। ইলহাম বাহির করিয়া লিখিয়া দিবার জন্য সকলেই ধরিয়া বসিল; কাজেই ইহার জন্য যথেষ্ট সময় বসিতে হইল, কারণ ইলহামের অনুবাদ করিয়া ও টাইপ করিয়া দিতে হইল। প্রত্যেকেই বিশেষ আগ্রহের সহিত এলহামগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কোন ইকজনের মাতাও

আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, আমাকে ইলহাম বাহির করিয়া দিয়াছেন, আমার মাতাকেও দিন। ইহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি একজন মোখলেস জার্মান যুবক ছিলেন। যাহা হোক তাহার মাতার জন্যও ইলহাম দেওয়া হইল। দৈবক্রমে তিনি বিধবা ছিলেন এবং খুব কষ্টে জীবন যাপন করিতে ছিলেন। তাঁহার জন্য ইলহাম বাহির হইল (শব্দ এখন আমার মনে নাই) উহার ভাবার্থ এই যে, পরবর্ত্তী যে সময় আসিতেছে, তাহা প্রথমের তুলনায় স্বচ্ছল হইবে। অর্থের দিক দিয়াও ইহা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার মত ছিল এবং বরকতের দিক দিয়া তো হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর ইলহাম প্রত্যেক অবস্থাতেই কল্যানজনক ছিল।

এই হইল তাহাদের অনুরাগ, যাহা ছোট ছোট ব্যাপারে প্রকাশ পাইতেছিল। ভালবাসার বিকাশ যেভাবেই হউক না কেন, তাহা কখনও উপেক্ষা করা যাইতে পারে না এবং উহাকে ক্ষুদ্র বলা যাইতে পারে না। দুনিয়াদার লোকের দৃষ্টিতে ইহা ছোট ব্যাপার কিন্তু আমি স্বচক্ষে তাহাদের হৃদয় হইতে প্রবল-প্রেমের ধারা বাহির হইতে দেখিয়াছি। এইসব নও মুসলিম সময় এবং অর্থ উভয়ই কুরবানী করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। বর্তমান সময়ে দুইটি মাত্র কুরবানী আছে, যাহার দাবী জামাত বা আল্লাহতায়ালা করিয়া থাকেন। একটি অর্থের কুরবানী এবং আর একটি সময়ের কুরবানী। সময়ের কুরবানির মধ্যেই আয়েস আরামের কুরবানী আসিয়া পড়ে এবং আমাদের এই সব ভাই উভয় প্রকারের কুরবানীর জন্য তৈয়ার আছেন। সেখানে মুসিও পাওয়া যায় এবং অন্যবিধ চাঁদা ছাড়াও ওসিয়তের চাঁদা নিজেরাই অতি আনন্দের সহিত পরিশোধ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ইসলাম প্রচারের জন্য নিজস্ব ভাবেও তাহারা ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকও আছেন এবং যুবকও আছেন। সততা ও অনুরাগ তাঁহাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আছে। তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিলে হৃদয়ে আনন্দের সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন: যাহারা হৃদয়ে ঈমানের সজীবতা একবার সৃষ্টি হইয়া যায়, শয়তানী আক্রমনের আশঙ্কা আর তাহার জন্য থাকে না। এই দলের হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালাই নিজ ফযলে ঈমানের প্রফুল্লতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। ডেনমার্কে এক ব্যক্তি আছেন। তাঁহার নাম আবদুস সালাম মিডসন। তিনি আহমদী হইয়াছেন। তিনি ইসলাম শিক্ষা করিয়াছেন। হযরত মসলেহ মওউদ (রাযিঃ) পবিত্র কোরআনের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রত্যেকখানা অতিশয় মনযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন। অতঃপর ডেনিশ ভাষায় তিনি পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করিয়াছেন। তাহার অনুবাদ খুব জনপ্রিয় হইয়াছে এবং তাহা দেখিয়া কোন এক কোম্পানী তাহার সহিত চুক্তি আবদ্ধ হইয়া দশ হাজার কপি ছাপিয়াছেন। সম্ভবতঃ তন্মধ্যে তিন হাজার কপি চারি মাসের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। পারিশ্রমিক (যাহাকে রয়ালটি বলা হয়) হিসাবে কিছু টাকা কোম্পানী তাহাকে দিয়াছে। ঐ সমুদয় টাকাই তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। এক কপর্দকও তিনি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুইজনই স্কুলে চাকুরী করেন এবং প্রত্যেকেই প্রায় এক হাজার টাকা হিসাবে বেতন পাইয়া থাকেন এবং ইহা হইতে ট্যাক্স দিতে হয় প্রায় এক হাজার টাকা। তাহাতে উভয়ের বেতন হইতে হাজার টাকা বাঁচে। যে ব্যক্তির মাসে আয় হয় মাত্র এক হাজার টাকা অথচ তাহাকে ফোনের বিল শোধ করিতে হয় মাসে দুই হাজার টাকা; তাহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি ইসলামের জন্য কতখানি দরদ পোষন করেন। কেহ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করে কিংবা ইসলাম সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়া কোন

পত্র লেখে এবং পত্রে যদি ফোন নম্বর থাকে, তবে তিনি তাহাকে ফোন করেন। সেখানকার ফোনের ব্যবস্থা অনুরূপ। যতক্ষণ ইচ্ছা কেউ আলাপ করিতে পারেন। এমন নয় যে, তিন মিনিট পরে বলা হইবে যে, তোমার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক ঘন্টা আলাপ করিলেও কোন আপত্তি উঠিবে না। শুধু বিল আসিবে। এক ঘন্টা আলাপ করিয়া এক ঘন্টার বিল দিলেই হইল। আবার ফোনও সস্তা আছে। আমি হামবুর্গ হইতে লণ্ডনে ফোন করিতাম এবং জানিতে পারিলাম যে, ইহাতে ৫।৬ টাকা ব্যয় হয়। সুতরাং যদি কেহ কোন আপত্তি করিয়া বসে, তবে তিনি ফোন তুলিয়া ধরেন এবং ফোনের মাধ্যমেই তবলীগ আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাহাকে মসলা বলিতে থাকেন।

এক মাসে দুই হাজার টাকার বিল উক্ত ব্যক্তির নামে আসিল, যাহার মাসে আয় মাত্র এক হাজার টাকা।

সুতরাং ইসলাম প্রচারের জন্য বিনা দ্বিধায় ও চিন্তায় নিজ অর্থ ব্যয় করিবার ব্যক্তি এই বন্ধুটি।

ইমাম আবু ইউসুফ সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেনঃ ইহা তো আপনার ব্যক্তিগত খরচ নহে। (ইমাম সাহেব চিন্তান্বিত হইলেন যে, এক মাসে দুই মাসের আয়ের সমান বিল তিনি কেমন করিয়া পরিশোধ করিবেন), কুরআন প্রকাশনার দ্বারা আপনার যে অর্থাগম হইতেছে, তাহা আমার নিকট গচ্ছিত আছে। ঐ টাকা হইতে আমি বিল পরিশোধ করিয়া দিব। দুই শতের মত টাকার বিল হইলে তিনি নিজেই পরিশোধ দিতে পারেন। এক মাসে দুই হাজার টাকার বিল হওয়ার জন্য যতটা সময় ব্যয় করার দরকার, ততটা সময়ও তো ব্যয় করিয়াছেন। আমার অনুমান যে, এজন্য দৈনিক কয়েক ঘন্টা ব্যয়িত হইবে। অতএব বিরাট কুরবানী ঐ ব্যক্তির, যিনি নিজ সম্পূর্ণ চাঁদাও দিয়া থাকেন এবং ধর্মের কাজের জন্য বহু সময়ও তিনি দিয়া থাকেন। বহু সময় ব্যাপি ফোনের মাধ্যমে ইসলামের তবলীগ করেন এবং টেলিফোনের বিলও নিজ হইতে দিয়া থাকেন। এই বন্ধুটি ইসলামের জন্য বিশেষ দরদ রাখেন এবং ইসলামের জন্য বিরাট কুরবানী করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্‌র জন্য আঁ হযরত (সাঃ)-এর জন্য, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর জন্য এবং তাঁহার খাদেমদের জন্য মুহব্বত পোষণ করিয়া থাকেন। আবার আল্লাহ তায়ালা হইতে তিনি ভালবাসা লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, যে খোদার পথে ব্যয় করে, সে খোদা হইতে অধিক পাইয়া থাকে। অন্যথায় ভালবাসার সজীবতা বজায় থাকে না। যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার নিদর্শন তাঁহার বান্দাগণ এই দুনিয়াতে না দেখে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের সজীবতা আসে না এবং তাহা স্থায়ী হয় না।

আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাকে বিনষ্ট করেন না। তিনি এই পৃথিবীতেই নিজ ভালবাসার বিকাশ ঘটাইয়া থাকেন (প্রতিদান বাকী রাখা পছন্দ করেন না; অফুরন্ত ভাণ্ডারের তিনি মালিক)। অফুরন্ত তাহার প্রেমের ধারা আমাদের কল্পনায় আসে না। তিনি যখন যেরূপে ইচ্ছা নিজ প্রেমের বিকাশ করিয়া থাকেন। যাহারা ত্যাগ ও উৎসর্গের আদর্শ দেখাইয়া থাকেন, তাহারা নিজ প্রভু হইতে তাঁহার ভালবাসা লাভ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা পূর্ব হইতে তাহাদিগকে অধিক পুরস্কার দান করেন ও তাহাদের প্রতি রহমত নাযেল করিয়া থাকেন। সুতরাং এই ব্যবস্থা যাহা চলিয়া আসিতেছে, ইহা যেমন এখানে সচল তদ্রূপ ওখানেও সচল। স্ত্রী ও পুরুষ এমন বহুলোক আছেন যাহারা খোদার পথে ত্যাগ ও উৎসর্গের আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি চূড়ান্ত প্রেম ও ভালবাসার ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাদের হৃদয়কে নিজ জ্যোতি ও ভালবাসা দ্বারা এবং আঁ হযরত (সাঃ) ও তাঁহার মহান সন্তানের প্রেম দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই পৃথিবীর জন্য তাঁহারা

এক আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিতাম যে, তোমাদিগকে দেখিয়া মনে আশা জাগে; নতুবা যে জাতির মধ্য হইতে তোমরা আসিয়াছ, যদি তাহাদের কার্যকলাপ ও তাহাদের অতীত জীবন যাপনের পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তবে মনে হয় যে, তাহারা ধ্বংস করিয়া দিবার যোগ্য। কিন্তু যে জাতির মধ্য হইতে তোমাদের মত ব্যক্তি খোদা ভক্ত হইতে পারে, সেই জাতি হইতে যেখানে বারজন বাহির হইয়াছে, সেখানে বার লাখও বাহির হইতে পারে। সেইজন্য আমার ভরসা হয় যে, হয়তো তোমার জাতি আল্লাহ তায়ালার কহর হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং কহরের পরিবর্তে রহমত ও প্রেমেরযে জ্যোতি আছে, উহা লাভ করিতে পারে।

দেখ আমি একজন অতি ক্ষুদ্র কিংকর।

যদি আমাকে কোন আহমদী ভালবাসে, তাহা শুধু এই কারণে যে, তাহার হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রেম আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রতি এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতি ভালবাসা আছে। সে ইহাই দেখে যে, এই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা এক বিশেষ স্থানে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে যে, তিনি তাঁহার সহায় থাকিবেন। অতএব শুধু এই কারণেই কেহ আমাকে ভালবাসেন, নতুবা ব্যক্তিগত ভাবে আমার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই এবং সেখানে আমি এরূপ ভালবাসা দেখিলাম যে, আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল আমার শরীরের অনুপরিমান নিজ প্রভুর নামে এবং এই ভাইদের জন্য কুরবান করিয়া দেই, যে ভাইদের হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালা এইভাবে প্রেমপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন যে, কোপেন-হেগেন মসজিদের দার উদ্‌ঘাটন কালে উচ্চমনা প্রেমিক ভাই মিডসন আমার নিরাপত্তা ও পাহারার প্রতি নজর রাখিয়াছিলেন। দ্বার উদ্‌ঘাটনকালে ন্যূনাধিক তিরিশ মিনিট কাল তাহার বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি এমনই আবেগময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রতিটি কথা তাহার কণ্ঠে আটকাইয়া পড়িতেছিল। অথচ স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার অধিবাসীগণ নিজ আবেগকে অপরের সাক্ষাতে প্রকাশ হইয়া পড়া এতটা খারাপ মনে করিয়া থাকে যে, তোমারা তাহা ধারনা করিতে পারিবে না। কোন এক সময় আমাদের জনৈক অবৈতনিক মোবাল্লেগ তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার পিতা মারা গিয়াছেন। কিন্তু ইমাম কামাল টের পান নাই। না তাঁহার কথায় প্রকাশ পাইল, না তাঁহার চেহারায় জানা গেল, না তাঁহার পক্ষ হইতে প্রকাশ পাইল যে, তাঁহার কোন কষ্ট হইতেছে। নিজ আত্মার উপর তাঁহার এতটা সংযম। এতদ্ব্যতীত যে পাঁচ ছয় দিন আমরা ছিলাম, জানি না কত বার আবেগে তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বন্ধুটি এত বেশী আবেগ পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি আমাদের একজন একান্ত মোখলেস ও অবৈতনিক মোবাল্লেগ। তিনি নরওয়ের অধিবাসী। তাঁহার নাম হইল নুর আহমদ। তিনি নিজ স্ত্রীকে তবলিগ করিয়া আহমদী করিয়াছেন। তাহার নাম রাখিবার জন্য আমাকে বলিয়াছিলেন; কারণ অল্পদিন যাবৎ সে আহমদী হইয়াছে। তিনি একা সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আর আড়াই বৎসরের অতি প্রিয় দর্শন একটি মেয়ে—তাহারাও সাক্ষাৎ করিতে চায়। আমি তাঁহাদের সাক্ষাতের সময় দিলাম। ঘটনাক্রমে তাহার স্ত্রী অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি একাই আসিলেন। আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলে আমি দেখিলাম যে, তিনি কাঁপিতেছেন এবং চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কথা বলিতে চাহেন, কিন্তু এতটা আবেগময় হইয়া পড়িয়াছেন যে, একটা বাক্যও ঠিক মত মুখ হইতে বাহির হয় না। এদিক সেদিকের

কথা বলিতে বাগিলাম এবং পাঁচ সাত মিনিট পর্যন্ত কথা বলিলাম। তাঁহার কথাবার্তায় যখন তাঁহার অবস্থা অনুমান করিতে পারিলাম যে, তিনি এখন নিজ মনের উপর শক্তি পাইয়াছেন, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি প্রয়েজেন? তিনি বলিতে লাগিলেন যে, স্ত্রী এবং মেয়ের নাম রাখিতে চাই। স্ত্রীর নাম মাহমুদা রাখিলাম এবং মেয়ের নাম নুসরত জাহান। কারণ নুসরত জাহান একটি মসজিদও পাইলাম এবং একটি খুকিও আল্লাহতায়ালা মিলাইয়া দিল। খুকির নাম নুসরত জাহান শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আমার ধারণা হয়, তাঁহার নিজেরও ইচ্ছা ছিল যে, খুকির নাম ইহাই রাখা হউক কিন্তু নিজ ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেন নাই। যাহা হউক, নাম রাখার পর আমি লক্ষ্য করিলাম যে, তাহার শরীর পুনরায় কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ঠোঁট নড়িতেছে এবং অতি কষ্টে এই বাক্যটি উচ্চারণ করিল "অন্তঃকরনে যে আবেগ আছে, তাহা মুখে আনিতে পারি না" ইহা বলিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম। তিনি সালাম আলায়কুম দিলেন এবং চলিয়া গেলেন।

তাঁহার চক্ষু অশ্রুতেপূর্ণ ছিল; তিনি কথাই বলিতে পারিতেছিলেন না, আবেগময় হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি পূর্বে ঐ জাতির অন্তর্গত ছিলেন, যাহার পিতা যদি মারা যায়, তবু বলে না যে, পিতা মারা গিয়াছেন এবং চোখে মুখে কোন কষ্টের লক্ষনও প্রকাশ দেখায় না। কিন্তু এখন আল্লাহতায়ালা তাঁহার হৃদয়ের পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি এখন এমন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন যে, নিজ সরলতা ও নিষ্ঠার দ্বারা এবং সেই ফযল ও রহমত, যাহা আল্লাহতায়ালা তাঁহার উপর নাযেল করিতেছেন এবং সেই ভালবাসা যাহার নিদর্শন তিনি দেখিয়া থাকেন, আজ তাহার ফলে স্থানীয় মোখলেস বুজুর্গদের কাঁধে কাঁধ মিশাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আজ তাঁহার মর্যাদা একজন শিষ্যের মর্যাদা নহে। শিষ্যের জাতির হইতে তিনি অগ্রবর্তী হইয়া পড়িয়াছেন এবং যেমন স্থানীয় মোখলেসগণ দুনিয়ার শিক্ষক হইয়াছেন এবং শিক্ষকরূপে প্রমাণিত হইতেছেন; তদ্রুপ তিনি দুনিয়ার শিক্ষকরূপে স্বীকৃতি পাইতেছেন। আমরা যদি কাজে অলস হইয়া পড়ি এবং যে সব কুরবানী আমাদের পাকিস্তানে বসবাসকারী এবং 'মরকাজের' সহিত সংশ্লিষ্ট আহমদী হিসাবে দেওয়া কর্তব্য তাহা যদি না দিই, আমরা যদি নিজ বংশ-ধরদিগকে উত্তম শিক্ষা না দিই, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিজয় কেন্দ্রকে এমন এক জাতির মধ্যে স্থানান্তরিত করিয়া দিবেন, যে জাতি তাঁহার অধিকতর কুরবানী দান করিবে। অবশ্য আমাদিগকে এক মহা সু-সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই সু-সংবাদ আমাদের উপর এক বিরাট দায়ীত্বও অর্পণ করিতেছে, যাহার প্রতি আমাদিগকে সর্বদা সজাগ থাকা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্‌ তায়ালার সহিত কাহারও আত্মীয়তা নাই। সুতরাং আমাদিগকে এই বিরাট দায়ীত্বের কথা স্মরণ করিয়া সর্বদা ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে, যাহাতে আমাদের শিথিলতা ও অলসতার ফলে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় মরকাজকে আমাদের বা আমাদের বংশধরদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া অপর কাহারও হস্তে সোপর্দ না করিয়া দেন, যাহারা আমাদের বা আমাদের বংশধরদের অপেক্ষা অধিক কুরবানী এবং অধিক প্রেম করে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় অধিকতর ত্যাগের আদর্শ দেখাইতে পারে। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকেও ইসলামের উত্তম হইতে উত্তম খেদমত করিবার তৌফিক দান করুন, কিন্তু আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি এবং দুর্বলতার সৃষ্টি না করেন। আমাদিগকে দোওয়াও করিতে হইবে এবং চেষ্টাও করিতে হইতে, তাঁহার কৃপায় আমরা সর্বদা নিজ দায়িত্বকে যেন উত্তমরূপে প্রতিপালন করিতে পারি।

বর্তমানে মানবতা যে বিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে, উহা মানবতার জন্য ভীষণ সঙ্কটময়। ইহা সত্য যখন আমি বর্তমান যুগের মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করি, তখন আমার শান্তি দূর হইয়া যায় এবং আমি ভীষণ অশান্তি অনুভব করিতে থাকি। কারণ বর্তমান যুগে কোন মানুষের উপর যদি অপর সমস্ত মানুষকে ধ্বংশ ও পতন হইতে রক্ষা করিবার দায়ীত্ব অর্পিত হইয়া থাকে, তবে সে আমরা যদি আমাদের নিজ দায়ীত্ব পুরাপুরিভাবে পালন না করি, তবে একদিকে আমরা আল্লাহতায়ালার ক্রোধ অর্জনকারী হইব, অপরদিকে তেমনি ঐ জাতি সমূহের ধ্বংশের জন্য দায়ী হইব। কারণ তাহাদের প্রতি আমাদের যে দায়ীত্ব ছিল, তাহা আমরা পালন করি নাই। প্রকৃত পক্ষে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে যে পর্যন্ত আমি জীবিত আছি এবং যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়, সে পর্যন্ত আমি এই সত্য বার বার ব্যক্ত করিতে থাকিব। প্রত্যেক আহমদীকে দুনিয়ার পরিচালক, সংস্কারক এবং শিক্ষক হইবার মত যোগ্যতা নিজের মধ্যে অর্জন করিতে হইবে এবং অর্জন করা কর্তব্য। কারণ আজ, আমাদের যে পরিমাণ শিক্ষক ও মোবাল্লে আছে তদাপেক্ষা বহু অধিক জনের প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে; কিন্তু সেই সময় আসিতেছে, যখনকার প্রয়োজনীয়তার সহিত আমাদের উপস্থিত যোগ্যতার কোন তুলনাই চলিবে না। বরং পৃথিবী লক্ষ লক্ষ লোক চাহিবে, দুনিয়া আহমদীয়া জামাতকে বলিবেঃ আমরা শিক্ষালাভ করিবার জন্য তৈয়ার তোমরা আসিয়া আমাদিগকে কেন শিক্ষা দান কর না? ইহার কি জওয়াব আছে তোমাদের কাছে, যদি তোমাদের দাবী পূরণ করিবার জন্য প্রস্তুত না হও? আমি চিন্তা করিয়াছি এবং দোয়াও করিয়াছি; আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আমার অন্তঃকরণে ধারণা জন্মাইয়াছেন যে, আগামী বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর উপর, মানবতার উপর এবং জামাতের উপর বিশেষ সঙ্কট আছে। এক ভীষণ বিপদজনক বিশ্ব ধ্বংসলীলার সংবাদ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা ইলহাম যোগে দিয়াছেন; যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যদি সেই ধ্বংস পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে, তবে পৃথিবীর এলাকার পর এলাকা এমন হইবে যে, সেখান হইতে প্রাণীজগত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। প্রথম দুইটি বিশ্ব যুদ্ধে এমন হয় নাই এবং হওয়া সম্ভবপরও ছিল না। কিছু সংখ্যক লোক মারা গিয়াছে। কিছু সংখ্যক পশু পাখীও মারা যাইতে পারে এবং কিছু কীট-পতঙ্গ হয়তো মারা যাইয়া থাকিবে। কিন্তু কোন এলাকা এমন হয় নাই, যেখান হইতে জীবজগত শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু জাপানে এটম বোমা পতনের দুইটি ব্যতিক্রম আছে।

কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব ধ্বংস সম্বন্ধে পরিস্কার ভাষায় হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থ সমূহে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে যে, এমন বহু এলাকা থাকিবে, যেখানে জীবনের কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। আবার ইহাও ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছে যে, এই বিরাট ধ্বংস যজ্ঞের পর যদি সমস্ত জাতি ইসলামের দিকে এবং নিজ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি না আসে, তবে ধ্বংসলীলা আসিবে এবং উহার পর ইসলাম অধিকতর রূপে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিবে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে এই দৃশ্য দেখান হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, রুশে এত অগণিত আহমদী, যেন বালুরাশী তিনি বলিয়াছেন যে, বালুরাশীর ন্যায় আমি আহমদিগণকে তথায় দেখিয়াছি।

আমি নিজ সফরকালীন সময়ে ইউরোপ বাসীদিগকে বলিয়াছি যে, রুশ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী অতি পরিষ্কার আছে। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তির ধ্বংশ এবং ঐ জাতি সমূহের অধিক সংখ্যক লোকের রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ইলহাম আমার জানা নাই। এই কারণেই

তোমাদের জন্য আমার চিন্তা অধিক। অতএব সতর্ক হও এবং নিজেদের বাঁচিবার চিন্তা কর। আল্লাহ ব্যতিত তোমাদিগকে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। নিজ সৃষ্টিকর্তার দিকে অবনত হও, যেন তোমরা রক্ষা পাইতে পার।

আমার উপদেশ আজ তাহারা যদি মান্য করে এবং নিজ সৃষ্টিকর্তার দিকে অবনত হয়, তবে কাল তাহারা দীন ইসলাম শিক্ষা গ্রহনের জন্য দাবী করিবে ঃ আমাদিগকে দশ সহস্র বা আরও অধিক মোবাল্লেগ এবং শিক্ষক দাও, আমি তাহাদিগকে তখন কি জওয়াব দিব? আমি কি বলিব যে, আমি তোমাদিগকে সেই অনন্ত সত্যের দিকে আহ্বান করিয়া ছিলাম বটে, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার মত আমার নিকট কোন লোক নাই? ইহ ভাবিয়া আমি পেরেশান থাকি এবং চাই যে প্রত্যেক আহমদী পুরুষ এবং আহমদি স্ত্রীলোক দুনিয়ার পরিচালক হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া লউক। কারণ, যখন সকলে এই বলিয়া চীৎকার করিবে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আম দিগকে আহ্বান করিয়াছেন এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) চীৎকার করিয়া বলিয়াছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পতাকা তলে তোমরা একত্রিত হইয়া যাও, নতুবা তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমরা তো এই পতাকা তলে একত্রিত হইতেছি, কিন্তু এই পতাকার ছায়া, যাহা ইসলামের শিক্ষা ও আমল দ্বারা লাভ হইতে পারে, সেই শীতল রহমতের ছায়া আমাদের উপর পতিত হইল না। মোয়াল্লেম এবং শিক্ষক প্রেরণ কর, যাহাতে তাহারা আমাদিগকে দীন ইসলাম শিক্ষা দেন এবং ঐ সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করেন। সেই শিক্ষা ও সেই হেদায়েত আমাদিগকে দেন, যাহা খোদা তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয়। ইহার জওয়াবে আমি বা আমার পরে যিনি আসিবেন তিনি কি ইহা বলিবেন যে, আমার নিকট তো লোক নাই, আমি কি করিয়া তোমাদের সাহায্য করিব? যুগের খলিফার এই জওয়াব যাহা আপনাদের পক্ষ হইতে দেওয়া হইবে, তাহা কি খোদার নিকট প্রিয় হইবে? মোটেই না।

অতএব নিজ দায়ীত্ব সমূহ বুঝিবার চেষ্টা কর। নিজ সন্তানদের বিবেকে, তাহাদের হৃদয়ে এই বিষয়টি বদ্ধমুল করিয়া দিন যে, প্রত্যেক বিষয় কুরবান করিয়াও ইসলাম শিখিতে, কোরআনের জ্যোতিকে অর্জন করিবার দিকে মনযোগ দাও। দুনিয়াকে লাভ করিবার জন্য পূর্বে কেহই বাধা দান করে নাই। আমিও করি না। দুনিয়া (অর্থ) অর্জন করা, দীনকে দৃঢ় করিবার জন্য, দুনিয়ার আয়েশ আরাম করিবার জন্য নয়। দুনিয়া অর্জন করিয়াও দীনকে এতখানি শিক্ষা কর যে, যখন আল্লাহ ও তাঁহার বান্দার ডাক তোমাদের কর্নে প্রবেশ করিবে, যে ইসলামের কলেমা পুন জ্জীবিত করিবার এবং দীন ইসলামকে দুনিয়ার বুকে কায়েম করিবার এবং ঐ জাতি সমূহকে, যাহারা ইসলামের দিকে ঝুকিতেছে, রত হইতেছে, তাহাদিগকে ইসলামের শিক্ষা-দানের জন্য লোক দরকার, তখন আপনাদের প্রত্যেকেই যেন ইসলাম শিক্ষা দান করিতে পারে এবং মনে মনে এই সংকল্প করে যে, দুনিয়ার সমস্ত কার্য ত্যাগ করিয়া ইসলামের শিক্ষা দানের জন্য যেখানে প্রয়োজন হইবে, চলিয়া যাইব। সুতরাং এই উম্মাদনা যতো আমার হৃদয়ে আছে, এবং এই ব্যাকুলতা, যাহা কোন কোন সময় আমার নিদ্রাকেও দুর করিয়া দেয়, আমি সর্বদা দোওয়া করিতে থাকি তোমাদের জন্য এবং নিজের জন্য এবং সারা বিশ্বের জন্যও এবং আমিও নিজ প্রভুকে জানাই ঃ "হে আমার প্রিয় রব, তুমি আজ পর্যন্ত সর্বদা স্নেহের দৃষ্টি আমার প্রতি রাখিয়াছ এবং ভবিষ্যতেও স্নেহ দৃষ্টি আমার উপর রাখিও এবং আমাকে এই তৌফিক দান করিও যে, জামাতের পরিচালনা ও নেতৃত্বদানের যে দায়ীত্ব আমার উপর ন্যাস্ত আছে, তাহা যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারি; যাহাতে তোমার ও আমার এই প্রিয় জামাত তোমার হুজুরে লজ্জিত না হয়। আমীন।" খোদায় করুন যেন এমনই হয়।

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাব উদ্দিন আহ্‌মদ।

★

হায়াতে তাইয়্যেবা

আবদুল কাদির (রহঃ)

অনুবাদক—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুলতান সফর

১৮৯৭ সনের অক্টোবরের প্রারম্ভে একটি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হযরত আকদাসকে মুলতানে যাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিবার সময় তিনি লাহোরের শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব গুজরাতীর গৃহে অবস্থান করেন। তখন শেখ সাহেবের বাড়ী তাঁহার দোকান 'বোম্বাই হাউসের' পিছনে ও আনার কলিস্থ 'পাঞ্জাব' রিলিজিয়াস বুক সোসাইটীর ঠিক সম্মুখে ছিল। এই বাড়ীতে সর্ব ধর্মের লোকজন (তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া) ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করিতে আসিত। হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ, ইমাম জামাতে আহ্মদীয়া বলেন ঃ—

"তিনি লাহোরের যে যে রাস্তা দিয়া গমন করিতেন, সেই সব স্থানের লোকেরা তাঁহাকে গালি দিত এবং উচ্চস্বরে তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার অশ্লীল শব্দ উচ্চারন করিত। আমার বয়স তখন মাত্র আট বৎসর। আমি এক বার তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তাঁহাকে এইরূপ অপদস্থ করিবার কারণ না বুঝিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিতাম, এই সকল লোক কেন তাঁহার পিছনে পিছনে হাত তালি এবং শিষ দেয়। আমার খুব স্মরণ আছে, হাত কাটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় একজন মানুষ উজীর খাঁর মসজিদের সিড়ির উপর ও ভীড়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া উল্লাসভরে কাটা হাতটি অপর হাতের উপর মারিতেছিল এবং সকলের সহিত চীৎকার করিতেছিল, 'হায় হায়, মীর্যা পালায়, হায় হায়, মীর্যা পালায়।' আমি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। আমার চক্ষু বিশেষ করিয়া এই হাতকাটা মানুষটির উপর নিপতিত ছিল। আমি গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দেখিতেলাগিলাম।"১

কাদিয়ান হইতে 'আল-হাকাম' পত্রিকা প্রকাশ ঃ

খুনের অভিযোগ সংক্রান্ত মোকদ্দমার কথা উপরে বর্নিত হইয়াছে। মোকদ্দমার কার্য বিবরণী হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কোন পত্রিকাই এই রুইদাদ প্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই। হযরত শেখ সাহেব তখন নিজস্ব কাগজ বাহির করিবার ইচ্ছা করিলেন। ১৮৯৭ সনে অমৃতসর হইতে 'আল্-হাকাম' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। সেল্সেলার প্রয়োজন সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৮৯৮ সনে ইহাকে অমৃতসর হইতে কাদিয়ানে স্থানান্তরিত করেন। এই পত্রিকা দ্বারা সেল্সেলার বিশেষ খেদমত হয়। আল্লাহ্তায়ালা ইহার প্রতিষ্ঠাতাকে উত্তম পুরস্কার দিন এবং জান্নাতে উচ্চ স্থান দিন। আমীন, সুম্মা আমীন।

(১) 'সিরতে হযরত মসিহ্ মওউদ,' হযরত সাহেব জাদা মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহমদ সাহেব ইমাম, জামাতে আহ্মদীয়া প্রণীত, ৪১ পৃঃ।

ভাইসরয়ের নিকট ধর্ম কলহ সংশোধক মেমোরিয়াল প্রেরণ ঃ

১৮৯৭ সনের সেপ্টেম্বর হযরত আকদাস (আঃ) দেখিলেন যে, আর্য এবং খ্রীষ্টানগণ তাহাদের লেখাগুলিতে দিন দিনই ইস্‌লাম ও ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠাতার (আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের) বিরুদ্ধে কটুক্তি ও কুবাক্য প্রয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই জন্য হুজুর ১৮৭৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে একটি মেমোরিয়াল সৃষ্টি করিয়া ইহাতে বহু সংখ্যক মুসলমানের দস্তখত গ্রহণ করেন এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড এলগিনের সমীপে ইহা প্রেরণ করেন। এই মেমোরিয়ালে তিনি জানাইলেন যে, ভারতবর্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অশান্তি অধিকাংশ স্থলে ধর্মীয় কলহের ফলে সৃষ্টি হয়। এই জন্য 'সেডিসন আইনে' (যাহা সেই বৎসরই পাশ হইয়াছিল) ধর্ম বিষয়ক কটুক্তিও স্থান পায়। তিনি নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব পেশ করিলেন ঃ—

"প্রথমতঃ এমন একটি আইন হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় কেবল নিজ নিজ ধর্মমতের সৌন্দর্যগুলি প্রদর্শন করিবে, কিন্তু অন্য কোন ধর্মকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই আইন দ্বারা কোন বিশেষ ধর্ম মতের পক্ষ সমর্থন করা হইবে না এবং কোন ধর্ম মণ্ডলী অযথা আক্রমণের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল বলিয়া অন্য ধর্মকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ যদি উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে যেন এইটুকু গৃহীত হয় যে, এক ধর্মের লোক যেন অন্য ধর্মের উপর এমন কোন বিষয়ে দোষারোপ না করে, যাহা তাহার নিজ ধর্মেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ যদি এই প্রস্তাবও গৃহীত না হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃপক্ষ প্রত্যেক ধর্মের সর্বজন মান্য গ্রন্থগুলির যেন একটি লিষ্ট প্রস্তুত করেন এবং আদেশ করেন যে, কেহ কোন ধর্মের সমালোচনা করিলে তাহার সমালোচনা উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। কারণ; যদি কোন সমালোচক তাহার মনগড়া দোষ সমূহ অন্য ধর্মের উপর আরোপ করে, যাহা উল্লিখিত ধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যায় না, অথবা এমন সব বাজে গল্প কাহিনী সৃষ্টি করে, যাহা উক্ত ধর্মাবলম্বিগণ সত্য বলিয়া মানে না, তাহা হইলে তদ্রূপ সমালোচনা হইতে নানা প্রকার বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।"

হুযুর দেখিতেছিলেন, ইসলাম ধর্ম বিলম্বিগণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর নিকট এমন কোন কেতাব নাই, যাহা নিজস্ব সৌন্দর্য ও আকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীতে গৃহীত হইতে পারে। এই মেমোরিয়াল হযরত আকদাস এজন্য পেশ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের নিকট অন্য ধর্মের উপর অযথা আক্রমণ করা ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহারা তাহাদের সকলের মান্য গ্রন্থ হইতে এমন সৌন্দর্য প্রদর্শন করিতে পারে না, যাহা বিচারশীল ব্যক্তিগণের রুচি সম্মত হয় ও চিত্তাকর্ষণ করে। উপরোক্ত মেমোরিয়াল পাশ হইলে খৃশ্চিয়ান, আর্য প্রভৃতি একপাও চলিতে পারিত না।

এই বিষয়ে বিনীত গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। অল্প দিন হয়, গ্রন্থকার একজন পাদ্রী সাহেবের বক্তৃতা শোনার জন্য আনারকলিতে অবস্থিত "মসিহী দারুৎ-তব্‌লীগে" যায়। সেখানে মিশনের পক্ষে হইতে বিক্রয়ার্থে একটী বৃহৎ টেবিলের উপর কিছু পুস্তক রক্ষিত ছিল। পুস্তকগুলির তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে একজন পর্যবেক্ষক ছিল। লোকটি সুস্থির প্রকৃতির ছিল। আমাকে টেবিলের নিকট দাঁড়ান দেখিয়া ভাবিল, এই জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি সম্ভবতঃ, কোন পুস্তক ক্রয় করিবে। আমি কোন পুস্তক ক্রয় করিব কি, জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাকে এমন কোন পুস্তক দিন, যাহার মধ্যে খৃষ্ট-

ধর্মের সৌন্দর্য বর্নিত হইয়াছে এবং অন্য কোন ধর্মের প্রতি কোন দোষারোপ করা হয় নাই।" ইহা শুনিয়া অপ্রতীভ হইয়া ক্ষণিকটা চিন্তা করিয়া সে বলিল, "এমন পুস্তক তো আমাদের এখানে নাই।" আমি বলিলাম, "তবে, আপনারা বিশ্বের নিকট কি উপস্থিত করেন? ইসলাম বা অন্য ধর্মের উপর দোষারোপের ফলে আপনাদের ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হইবে না।" সে বলিল, "ঠিক কথা।" আমি বলিলাম, "আপনারা চেষ্টা করুন, ধ্বংসাত্মক কার্য ছাড়িয়া গঠন মূলক কার্য সম্পাদন করুন।" সে বলিল, "উত্তম, আমি এই প্রস্তাব সোসাইটীর নিকট উপস্থিত করিব।"

কথা হইল, অজ্ঞ মুসলমানদের সম্মুখে এক প্যাকেট আপত্তি রাখার উপরা এই লোকদের সব কিছু নির্ভর করে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোন জবাব দিতে না পারিয়া, প্রভাবান্বিত হইয়া আত্ম সমর্পণ করে। যদি হযরত আকদাসের উপস্থিত কৃত মেমোরিয়াল গৃহীত হইত, তবে এক দিকে ইস্‌লামের প্রচারের পথ খুলিত এবং অন্য বাতিল ধর্মগুলি আপনিই শেষ হইত। তখন খৃষ্টান রাষ্ট্র-শক্তি ছিল। তাহারা বেশ ভাল জানিত যে, এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলে পাদ্রী সাহেবগণ কর্মহীন হইয়া পড়িবেন এবং ইস্‌লাম উন্নতি লাভ করিবে। কিন্তু তাহারা কোথায় জানিত যে, ইস্‌লামের প্রচারার্থে স্বর্গ হইতে আয়োজন চলিতেছে? সুতরাং পার্থিব উপকরণে বাঁধা পড়িলেও ইস্‌লাম বর্ধিত হইবে, ফলে পুষ্পে সুশোভিত হইবে। পৃথিবীর কোন শক্তিই ইহার পথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

১৮৯৭ সনের গ্রন্থ

১। 'আঞ্জামে আযম'—প্রকাশ। এই কেতাবের বিষয় বস্তু ইহার নাম হইতেই বুঝা যায়।

২। 'ইস্তাফ্‌তাহ্'—প্রণয়ন ও প্রকাশ। এই কেতাবে হযরত আকদাস পণ্ডিত লেখরাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আদ্যপান্ত অবস্থার পূর্ণাঙ্গীন পর্যালোচনা করেন। বড় বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকে ইহা ডাকযোগে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাঁহারা এখন বলুন, ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টতঃ পূর্ণ হইয়াছে, কি হয় নাই। ইহাতে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তি সত্যতার সমর্থনে স্বাক্ষর দান করেন। কতক-গুলি দস্তখত 'তিরয়াকুল্ কুলূব' কেতাবে অনুলিপি করা হয়।

৩। 'সেরাজে মুনীর'—এই কেতাবে হযরত আকদাস তাঁহার ৩৭টি সত্যতার নিদর্শন (যাহা পূর্ণ হইয়াছিল) লিপিবদ্ধ করেন। আবদুল্লাহ্ আথম এবং পণ্ডিত লেখরাম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলির উপরে আরও আলোক পাত করেন। খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব, সাজ্জাদাহ্ নশীন চাচরা শরীফের তিনখানা পত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয়।

৪। 'তোহ্‌ফা কাইসারিয়া'—এই কেতাবের বিষয় বস্তু ইহার নাম হইতেই বুঝা যায়। ইহা দ্বারা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইস্‌লামের তবলীগ করা হয়।

৫। 'হুজ্জাতুল্লাহ্'—ইহা হযরত আকদাসের একটি আরবীতে রচিত কেতাব। হুযুর ১৭ই মার্চ, ১৮৯৭ সনের একটি ইশ্‌তাহারের দ্বারা ইহার সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতঃপর, ৪১ দিনের মধ লিখিয়া ২৬শে মে, ১৭৯৭ সন প্রকাশ করেন। এই কেতাবে যত উলামা আছেন সকলকেই এবং ইহাদের মধ্যে মৌলবী আবদুল হক গজনবী ও শেখ নজফিকে বিশেষ প্রকারে আহ্বান করেন যে, যদি তাঁহাদের মধ্যে অনুমাত্র ক্ষমতা ও আত্ম-সম্মান (বাহিরত) বোধ থাকে, তবে ৪১ দিনের মধ্যে তদ্রূপ একটি কেতাব আরবীতে প্রনয়ণ পূর্বক প্রকাশ করুন। তারপর, মৌলবী আবদুল্লাহ্ সাহেব টুঙ্কী বা অন্য কোন আরবী ভাষাবিদের সম্মুখে উভয় কেতাব উপস্থিত করিয়া দেখুন। যদি উল্লিখিত আরবী ভাষাবিদ্

আযাবের সর্ত দ্বারা তাকিদ কৃত হলফ পূর্বক বলেন যে, 'ফসাহত', 'বালাগ:ত' এবং তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়া তাঁহাদের রচিত কেতাব শ্রেষ্ঠ বা সমানার্হ এবং ইহার পর উক্ত হলফকারী হযরত আকদাসের দোয়ায় ৪১ দিনের মধ্যে আযাবে-এলাহী কর্তৃক আক্রান্ত না হন, তবে হযরত আকদাস রচিত যে সকল কেতাব তাঁহার নিকট আছে তাহা পোড়াইবেন এবং তাঁহার হাতে তাওবা করিবেন

৬। 'সেরাজুদ্দীন ঈসায়ীকে চার সাওয়ালো কা জবাব'—ইহা ৪৮ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র কেতাব। ২২শে জুন ১৮৯৭ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। লাহোর মিশন কলেজের একজন খৃষ্টান প্রফেসর সেরাজুদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে এই গ্রন্থ লিখিত হয়।

১৮৯৭ সনের সালানা জলসা

বড় দিনের বন্ধের সময় সালানা জলসার অধিবেশন বসে। ইহাতে হযরত আকদাস তিনটি বক্তৃতা করেন। হযরত হাকীম হাজী মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব একটি বক্তৃতা করেন এবং হযরত মৌলানা আবদুল করীম সাহেব দুইটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার সবগুলিই একত্রিত ছাপা হইয়াছে। হকায়েক ও মুয়ারিফের প্রবাহ ইহাতে উত্তাল তরঙ্গায়িত খর স্রোতানদীর ন্যায় ছুটিয়াছে।

হাদিস হইতে হযরত ঈসার সশরীরে পুনরাগমন প্রমাণকারীর সমীপে বিশ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের ঘোষণা

আশ্চর্যের বিষয় মৌলবী সাহেবের তো হযরত আকদাসের উপর কুফরের ফতোয়া প্রয়োগ করিতে ছিলেন এবং হুযুর তাঁহাদিগকে বারম্বার জ্ঞান মূলক গবেষণার দিকে নানা প্রকারে আহ্বান করিতে ছিলেন। হযরত আকদাসের এই নীতির মুকাবিলা কোন যুক্তি সঙ্গত পন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে তাঁহারা শুধু অধিকতর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

২৪শে জানুয়ারী ১৮৯৮ সনে 'কেতাবুল্-বারিয়া' প্রকাশিত হয়। ইহাতে উলামাগণের উদ্দেশ্য করিয়া একটি ঘোষণা করা হয়ঃ

"তারপর, যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম তাঁহার জড়-দেহের সহিত আকাশে আরোহণ করেন। এই কথার কি প্রমাণ আছে, তবে কোন আয়েত কেউ উপস্থিত করিতে পারে না, কোন হাদিসও প্রদর্শন করিতে পারে না। শুধু 'নযুল' শব্দের সহিত আপনা হইতে 'আসমান' শব্দ যোগ করিয়া জন সাধারণকে ধোকা দিয়া থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন 'মরফু' 'মুত্তাসাল' হাদিসে 'আসমান' শব্দ পাওয়া যায় না। 'নযুল' শব্দ আরবী ভাষার ব্যবহার প্রণালীতে মুসাফেরকে (প্রবাসীকে) বলা হয়। 'নাযিল' نزيل মুসাফেরকে বলে। আমাদের দেশেও এই ব্যবহার প্রণালী প্রচলিত আছে। শহরের কোন নবাগত ব্যক্তিকে সম্মানার্থে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপ কাহাঁ উৎরে'?—'আপনি কোথায় নামিয়াছেন'? এই প্রকার চলিত ভাষায়ও কেহ মনে করে না যে, ঐ ব্যক্তি আকাশ হইতে নামিয়াছে। যদি ইসলামের যাবতীয় সম্প্রদায়ের হাদিসের।

(১) 'মরফু'—যে হাদিস সাহাবী, তাবায়ী গয়রহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত রেওয়ায়েত করেন, অর্থাৎ যাহার শৃঙ্খল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাহে ওসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে, হাদিসের পরিভাষায় তাহা 'মরফু' নামে কথিত হয়।

(২) 'মুত্তাসাল'—অর্থাৎ, সেই হাদিস, যাহার সমস্ত বর্ণনা কারী রাবিগণের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে, এবং কোন রাবী মাঝে উহ্য না হয়।

('মিশ্‌কাত, ভূমিকা) কেতাবগুলি অনুসন্ধান কর; তবে সহীহ্ হাদিস কেন, প্রক্ষিপ্ত মেকী হাদিসেও এরূপ পাইবে না, যাহার মধ্যে লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা ভৌতিক দেহের সহিত আকাশে গিয়াছেন এবং পরে কোন সময় পৃথিবীতে পুনরাগমন করিবেন। যদি কেহ এই প্রকার হাদিস উপস্থিত করে, তবে আমরা এইরূপ ব্যক্তিকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে পারি। ইহা ছাড়া তওবা করা হইবে এবং আমাদের সমস্ত কেতাব পোড়ান হইবে।"

হযরত আকদাসের এই চ্যালেঞ্জ ষাট বৎসরের চেয়েও অধিক সময় অতিক্রম করিল, উলামাগণ সহস্র সহস্র কেতাব পাঠ পূর্ব্বক "হায়াতে মসিহ্" বা হযরত ঈসার জীবিত থাকা সম্বন্ধে শত শত কেতাব লিখিলেন, কিন্তু কাহারো সাধ্য হইল না যে, হযরত আকদাসের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ পূর্ব্বক এমন কোন হাদিস পেশ করেন, যাহার মধ্যে হযরত মসিহ্-এর জড় দেহ সহ আকাশে গমন এবং অবতরণের কথা আছে। (ক্রমশঃ)

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় 'অপারেশন'

গত বছরের শেষ দিকে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, জনৈক হৃদরোগীর হৃদপিণ্ড কেটে ফেলে দিয়ে অন্য এক মহিলার হৃদপিণ্ড সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৮ দিন জীবিত থাকার পর অবশ্য ঐ ভদ্রলোক মারা যান।

তৎপর এই বছর ২রা জানুয়ারীতে অনুরূপ আর একটি অপারেশনের খবর প্রচারিত হয়। এবার কেপটাউনের ক্লেবার্গের উপর অপারেশন করে তার হৃদপিণ্ড সরিয়ে জনৈক কাল আদমীর হৃদপিণ্ড জুড়িয়ে দেওয়া হয়। রোগীর অবস্থা ভালর দিকে। তিনি শীঘ্র সেরে উঠুন, তা বোধ হয় সবাই চান। পূর্বরোগীর সেরে ওঠার সদিচ্ছাও সবাইর ছিলো—তা অপারেশনে প্রথম দিকে পূর্ণ সফলতা অর্জনে ব্যর্থতা আসতে পারে। এখানে এসব বিষয় বিচারের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে বিচার্য বিষয় হলো, প্রথম অপারেশনের রোগী এবং যার হৃদপিণ্ড দেওয়া হয়েছিলো দুজনই ছিলেন শেতাঙ্গ। দ্বিতীয় অপারেশনে রোগী হলেন শেতাঙ্গ এবং যার হৃদপিণ্ড দেওয়া হয়েছে তিনি কৃষকায়। এখানে চামড়ার কাল রংগ হৃদপিণ্ডকে দূষিত বা কলুষিত করেনি। উপরোক্ত দিকটি নিয়ে বিচার করলে একটি বিষয় অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই অপারেশন দ্বারা বর্ণবৈষম্যের মূলে আঘাত করা হয়েছে। অন্য কথায় বলা চলে, বর্ণবৈষম্যের গোঁড়ামিকেই 'অপারেশন করে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত দ্বিতীয় অপারেশনটিকে বর্তমানে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অপারেশন বলা চলে। এতেও বর্ণবৈষম্যে আক্রান্ত রোগীরা সেরে উঠে কিনা তাই দেখবার বিষয়।

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ব্যবহৃত জিনিস পত্রের ছবি

গত ৩০শে ডিসেম্বরে এক খবরে প্রকাশ যে, তুর্কী তথ্য দফতর থেকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ব্যবহার্য দ্রব্যের ছবি সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যে সব দ্রব্য ব্যবহার করেছেন এ পুস্তিকায় কেবল মাত্র সেগুলোর ছবিই স্থান পেয়েছে। পাক—তুর্কী সাংস্কৃতিক সমিতির সদস্য ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য তুর্কী তথ্য দফতর সমিতির নিকট এসব পুস্তিকা সরবরাহ করেছেন।

পুস্তিকায় যেসব ছবি রয়েছে তার মধ্যে হযরতের ব্যবহৃত সীলমোহর, তরবারী, পতাকা ও ঘড়ির ছবিও রয়েছে।

এরূপ পুস্তিকা বিভিন্ন ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রচার হওয়া একান্ত কাম্য। আশা করি, পাক তুর্কী সাংস্কৃতিক সমিতি পাকিস্তান শাখা পুস্তিকাটির বাংলা সংস্কার প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট হবেন।

★

লণ্ডন মসজিদের ইমাম জনাব বি,এ রফিক সাহেবের তরফ হইতে

খৃষ্টান ধর্মযাজকদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ

ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের রোমান ক্যাথলিক আর্চ বিশপ এবং ক্যান্টার-বারী আর্চ বিশপ সমীপে

মহাত্মন,

আজিকার দিনে ধর্ম এক আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে লিপ্ত। চতুর্দিক হইতে ইহা আক্রান্ত এবং গুরুতরভাবে নির্যাতিত। সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন হইল ধর্মের কেন্দ্র ও প্রাণবস্তু। বর্তমানে এই দুর্গের উপর চরম আঘাত হানা হইতেছে।

এখন এই ধরণের উক্তি প্রায়ই শোনা যায় যে, খোদার মৃত্যু হইয়াছে, অথবা আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রই হইল খোদা বা আমাদের অভিধান হইতে 'খোদা' শব্দটি বাদ দিয়া দেওয়া উচিত। এতদ্‌সত্বেও সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সকল ধর্মেরই মৌলিক ইহাই বিশ্বাস যে, আল্লাহতায়ালা জগত এবং মানবকে সৃষ্টি করিবার পূর্বে যেমন সর্ব-শক্তিমান ছিলেন, এখনও তিনি তেমনই সর্ব-শক্তিমান আছেন।

তাঁহার গুণাবলী তাঁহার কার্যের মধ্য দিয়া সর্ব-কালের জন্য কার্যকরী রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং অতীতের ন্যায় তাঁহার নেক বান্দার সহিত যোগাযোগ রাখিয়া থাকেন।

এখনও তাঁহার নির্দ্দেশিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের যে কেহ মহান সৃষ্টি কর্তার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে ও বজায় রাখিতে পারে এবং সেই সম্পর্ককে সচল ও সুদৃঢ় করিতে পারে।

আজ আমরা পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছি যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার নেক বান্দাদের দোয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনার জবাব দিয়া থাকেন।

জীবন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই কেবল সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং তাহার মাহাত্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার জীবন্ত নিদর্শন এবং প্রার্থনা শ্রবনকারী হিসাবে তাঁহার গুণের বিকাশ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ানের হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) (১৮৩৫-১৯০৮) দোয়ার কবুলিয়তের নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল ধর্ম-বিশ্বাসীদিগকে তাহাদের স্ব স্ব বিশ্বাসের সত্যতা প্রমানের জন্য আহ্বান জানাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার এই আহ্বানে স্বীয় ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে একজনও সাড়া দেয় নাই।

হযরত মীর্যা গোলাম (আঃ)-এর তৃতীয় স্বলাভিসিক্ত ও আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের বর্তমান নেতা আবার সেই আহ্বান নুতন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমি তাহার নির্দেশক্রমে লণ্ডন মসজিদের ইমাম হিসাবে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের রোমান ক্যাথলিক আর্চ বিশপ এবং কেন্টারবারী আর্চ বিশপ সমীপে বিনীত-ভাবে নিম্নলিখিত খোশ-খবর দিতেছি, খোশ-খবরটি স্বয়ং সম্পূর্ণ।

আমি মহাত্মনকে খোশ খবর দিতেছি যে, খ্রীষ্টান এবং মুসলমানগণ যাহার আগমনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহার দীপ্তিতে পৃথিবী দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। এবং তাঁহার মহিমায় ইহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের উত্থান হইয়াছে, যুদ্ধ বিগ্রহ ভূমিকম্প মহামারী এবং অসাম্যের আধিক্য দেখা দিয়াছে। সূর্য ও চন্দ্র তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে, আকাশের শাস্তি সমূহ নড়িয়া উঠিয়াছে এবং আকাশে মনুষ্য পুত্রের আগমনের নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং যেহেতু প্রাচ্যে জ্যোতি বিকশিত হইয়াছে এবং প্রতিচ্যও সেই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, কাজেই মনুষ্য পুত্রের আগমনের ভবিষদ্বানী যথার্থভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

প্রাচ্যে অবস্থিত প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানের পীঠস্থান ভারতবর্ষে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা অনতিকালের মধ্যে বিশ্বের দূরতম কোনায় কোনায় প্রচারিত হইয়াছে। কাজেই আজ এশিয়া আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকা সকল মহাদেশেই তাঁহার অনুসারীদিগকে পাওয়া যাইবে। যেমন জন ব্যাপ্টিষ্ট ইলিয়াসের শাস্তি ও প্রেরণা লইয়া আগমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি কাদিয়ানের হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যীশুখৃষ্টের শাস্তি ও প্রেরনা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহার আগমন সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্র সমূহে যে সকল ভবিষদ্বানী ছিল, তাহা সবই পূর্ণ হইয়াছে। এমনকি তাহার আগমনের সময় ফিলিস্তানে ইহুদীদের সমবেত হওয়ার যে ভবিষদ্বানী ছিল, তাহাও পূর্ণ হইয়াছে।

মহাত্মনকে কাদিয়ানের হযরত আহমদ (আঃ)-এর সত্যতা এবং সাধুতা সম্পর্কে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার একজন সামান্যতম অনুসারী ও খাদেম হিসাবে একটি সিদ্ধান্তকারী প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। আশাকরি মহাত্মন আমার এই প্রস্তাবটি গভীরভাবে বিবেচনা করিবেন। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "একটি ভাল বৃক্ষে যেমন খারাপ ফল ফলেনা, তেমনি একটি খারাপ বৃক্ষেও ভাল ফল ফলেনা। এই জন্যই প্রত্যেক বৃক্ষ উহার ফলের দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে যদি শরিষার দানার পরিমানও ঈমান বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে তোমরা যদি পর্ব্বতের নিকট যাইয়া বল, এখান হইতে দূরে সরিয়া যাও, তবে ইহা সরিয়া যাইবে এবং তোমাদের জন্য

কিছুই অসম্ভব থাকিবেনা।" তিনি আরও ব লিয়াছেন "তোমরা ঈমানের সহিত দোয়ার মধ্যে যাহা কিছুই চাওনা কেন, তাহা লাভ করিবে।"

একটি জীবন্ত বিশ্বাস মহাত্মনকে অবশ্যই উহার সজীবতার নিদর্শন প্রদর্শন করিবে। আমরা হযরত আহমদ (আঃ)—এর অনুসারী হিসাবে দৃঢ়ভাবে ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমাদের ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম বিশ্বাস।

আমরা দৃঢ়ভাবে ইহা বিশ্বাস করি যে, ইংলণ্ডের চার্চের নেতা ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে মহাত্মন ইসলাম এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য সম্মত হইবেন। আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই সঙ্গীর বৃক্ষে উত্তম ফল ফলাইবেন। তিনি তাহার প্রিয় পুত্রকে একটি মৎস্যের পরিবর্তে একটি সর্প বা একটি রুটির পরিবর্তে একটি প্রস্তর খণ্ড প্রদান করিবেন না। বরং তিনি তাহার জন্য তাঁহার দ্বারকে উন্মুক্ত করিবেন এবং তাহার প্রার্থনা কবুল করিবেন।

এই পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকগণকে আহ্বান জানাইয়াছি; কিন্তু এই পর্যন্ত তাহাদের কেহই এই আহ্বানে সাড়া দেয় নাই।

অতএব আমি মহাত্মনের নিকট এবং মহাত্মনের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের নিকট এই অনুরোধ লইয়া উপস্থিত হইতেছি যে, আসুন আমরা আমাদের স্ব স্ব বিশ্বাসের সত্যতা সপ্রমানের উদ্দেশ্যে সকলে মিলিয়া কতিপয় জটিল বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জনের জন্য দোয়ার মোকাবেলা করি।

উদাহরণ স্বরূপ, আসুন আমরা এমন কিছু সংখ্যক রোগী চাহিয়া লই, যাহাদের জীবন সম্পর্কে চিকিৎসা-বিদ্‌গণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহাদিগকে লটারীর মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লই। এখন খ্রীষ্টান চার্চ বিশ্বাসীগণ তাহাদের ভাগের রোগীদের রোগমুক্তির জন্য দোয়া করুক এবং আমরা আমাদের ভাগের রোগীদের রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করি।

ইহার ফলে কাহারা দৃঢ়ভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাদের সবিনয় প্রার্থনায় আল্লাহ্‌তায়ালা নিদর্শন, দয়া এবং করুনা প্রদর্শন করেন, বিশ্ববাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রবর্তিত এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাঁহার বিশ্বাসী বান্দাদের দোয়া কবুল করিবেন এবং তাহাদের ভাগের অধিকাংশ রোগী ব্যাধিমুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে অন্য পক্ষের ভাগের রোগীদের অধিকাংশের পরিণতি চিকিৎসকদের রায় অনুসারেই হইবে।

উপসংহারে আমি আশা করি যে, মহাত্মন আমার এই বিনীত অনুরোধটি অকপটতার সহিত বিবেচনা করিবেন। কারণ পূর্ণ ভালবাসা লইয়াই আমি মহাত্মনকে স্বর্গরাজ্যের এই শুভ সংবাদ সমুহ জানাইয়াছি;

আল্লাহতালার উপস্থিতিতে আমরা সকলেই সমান।"

বিনীত
বি. এ. রফিক
ইমাম
লণ্ডন মসজিদ।

আমি তাঁহাদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রাপ্তি-স্বীকৃতি পত্রগুলি পাইয়াছি:—

১। ল্যামবেথ প্যালেস, এস, ই, ১

২২শে এপ্রিল, ১৯৬৮

প্রিয় জনাব,

আপনার ১৫ই এপ্রিলের পত্রটির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে কেন্টারবারীর আর্চ বিশপ কর্তৃক আহ্লাদিত হইয়াছি; ইহার বিষয়বস্তু তাঁহার কাছে অত্যাধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর—
দি রেভঃ জন আঁন্দ্রো
চ্যাপলেন, আর্চ বিশপ

২। আর্চ বিশপের গৃহ, লণ্ডন, এস, ডব্লু—১

২৩শে এপ্রিল, ১৯৬৮

জনাব,

কার্ডিনাল হেনান্স আমাকে আপনার ১১ই এপ্রিলের পত্রখানির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে বলিয়াছেন।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর—
(মংসিগ্‌নর ডেভিড নরিস)
প্রাইভেট সেক্রেটারী।

জাহানে নও পত্রিকার মিথ্যা প্রচারণা

গত ২।৬।৬৮ তারিখের জাহানে নও পত্রিকার "কাদিয়ানী মুবাল্লিগের আহমদীয়া জামায়াত ত্যাগ" শীর্ষকে একটি মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। সংবাদের মজমুন হইতে প্রকাশিত যে, জনাব আবদুস সাত্তার সাহেব লাহোরী আহমদী দলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। লাহোরী আহমদীগণ না নিজদিগকে কাদিয়ানী বলিয়া পরিচয় দেন, না অন্যে তাহাদিগকে কাদিয়ানী বলে ও জানে। রবওয়া জামাতের আহমদীগণকে লোকে কাদিয়ানী বলে ও জানে। এমতাবস্থায় জনাব আবদুস সাত্তার কাদিয়ানী মোবাল্লেগ ছিলেন বলিয়া সংবাদ দেওয়া হীন উদ্দেশ্যমূলক এবং মিথ্যা অপপ্রচারের প্রচেষ্টা প্রসূত বই আর কিছুই নহে। জনাব আবদুস সত্তার নামে কস্মিনকালেও কোনও কাদিয়ানী মোবাল্লেগ ছিলেন না ও নাই।

"ইংরেজী নবী" পুস্তিকার পূনঃ প্রচার প্রসঙ্গে

জনসাধারণের মধ্যে আহমদীয়া জামাতের সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর লোক গত বৎসর জুন-জুলাই মাসে প্রিন্সিপ্যাল মনযুর আদমদ সাহেব সংকলিত "ইংরেজ নবী" নামে মিথ্যা ও বিকৃত বরাত পরিপূর্ণ বিভ্রান্তিকর একটি পুস্তিকা পূর্ব পাকিস্তানের বহুস্থানে বিশেষ করিয়া ঢাকা শহরে ছড়াইয়াছিল। উক্ত বৎসর-এর অক্টোবর মাসেই উক্ত পুস্তিকার সকল মিথ্যা ও বিকৃত বরাতের স্বরূপকে প্রকাশ ও বিদ্বেষমূলক অভিযোগ সমূহকে চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করিয়া মোহাম্মদী মসিহ নামে একটি পুস্তক আমাদের জামাত হইতে প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। জনাব প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পুস্তিকার মূল বুনিয়াদী বরাত ছিল সার উইলিয়াম হাণ্টার সাহেবের কল্পিত মুদ্রিত রিপোর্ট দি এরাইভেল অব ব্রিটিশ ইম্পায়ার ইন ইণ্ডিয়া হইতে। মোহাম্মদী মসিহ পুস্তকে জনাব প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে এক মাসের মধ্যে ঐ বরাত পেশ করিবার অথবা প্রতিশ্রুত ৫০০ টাকার পুরস্কার দিবার জন্য 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন'এর কসম দিয়া চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয় এবং উক্ত পুস্তক (১) জনাব প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, (২) পৃষ্ঠপোষক এবং (৩) প্রকাশককে পৃথক পৃথক ভাবে রেজেষ্টারী করিয়া পাঠান হয় এবং ইহার পোষ্টাল একনলেজমেণ্ট আমরা প্রাপ্ত হই।

কিন্তু উহার উত্তর আজও আসে নাই। অবশ্য প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মনযুর আহমদ সাহেবের উপর খোদার লানত অচিরেই নামে এবং তহরীল তসরুপের অভিযোগে তাঁহার প্রিন্সিপ্যাল পদ চলিয়া যায়। এখন আমরা দেখিয়া আশ্চর্য ইলহাম যে, আবার জনাব প্রিন্সিপ্যাল সাহেবেরই সংকলক নাম বহন করিয়া নুতন করিয়া ঐ পুস্তক ইদানিং বাজারে বন্দরে ছড়ান হইতেছে। জানিনা যাহারা এরূপ অপকর্ম করিতেছেন, তাহাদের বিবেক বলিয়া কি কোন বস্তু নাই এবং খোদার ভয় কি তাহাদিগের অন্তর হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সত্য ও মিথ্যার চরম প্রকাশ করুন এবং যাহারা হেদায়েত গ্রহণ করিবার তাহাদিগকে হেদায়েত দিন। আমীন।

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০. ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.